বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দাকাহিনি

ডেথসিটির ড্রাগন

রকিব হাসান

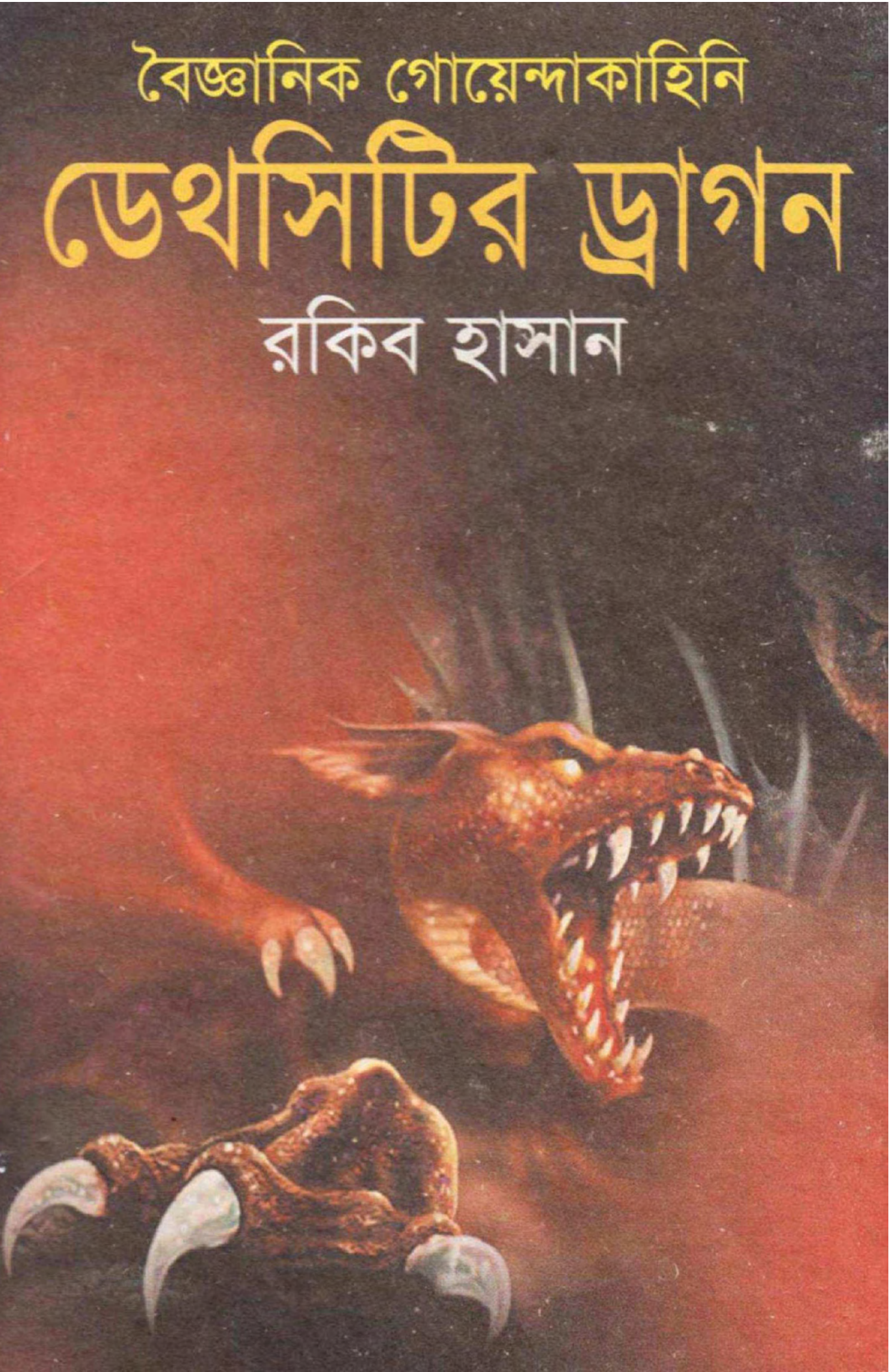

বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দাকাহিনি

ডেথসিটির ড্রাগন

রকিব হাসান

উৎসর্গ

আমার ভক্ত
তিন গোয়েন্দার
প্রিয় পাঠকদের

তাম্রলিপি

এক

ডেথসিটিতে নিজেদের প্রিয় ডোনাট শপটায় বসে নাস্তা খাচ্ছিল নিমোরা, এ সময় ঢুকল গ্র্যাহাম। জানাল, একটা গুপ্তধনের নকশা পাওয়া গেছে। সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। নকশাটা রিয়ার কাছে আছে। ওকে আপাতত বাইরে রেখে এসেছে। নিমোরা যদি রাজি থাকে, তাহলে ওকে ডেকে নিয়ে আসবে।

কথাগুলো হড়হড় করে বলে গেল গ্র্যাহাম। আর বলেই পড়ল তোপের মুখে।

'নকশাটা কোথায় পেল?' নিমোর প্রশ্ন।

'গুপ্তধনগুলো কার?' জোসেফের প্রশ্ন।

'রিয়া কে?' রোডার প্রশ্ন।

'তাই তো,' প্রতিধ্বনি করল যেন কারিনা, 'এ শহরে ওকে কখনও দেখিনি আমি।'

হাত তুলল গ্র্যাহাম। 'প্লিজ, প্লিজ, একবারে একটা প্রশ্ন করো। তোমাদের সব প্রশ্নেরই জবাব দেব। রিয়া আমার কাজিন, ডেথসিটিতেই জন্ম গ্রহণ করেছে, পাঁচ বছর আগে ওর বাবার সঙ্গে এখান থেকে চলে গিয়েছিল, ওর বয়েস তখন বারো। ওর বাবা, আমার আঙ্কেল হেনরি, দুই মাস আগে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে গুপ্তধনের নকশাটা মেয়েকে দিয়েছেন। বাবার মৃত্যুশোক এখনও কাটাতে পারেনি রিয়া। বাবার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে, অর্থাৎ, গুপ্তধন খুঁজে বের করতে আবার ডেথসিটিতে ফিরে এসেছে ও। নিঃস্ব অবস্থায় মারা গেছেন আঙ্কেল

হেনরি, মেয়েকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি, তাই একেবারে সহায়-সম্বলহীন এখন রিয়া।'

'ওর মা নেই?' সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সুন্দরী কারিনা। সোনালি চুল ওর। পুরো দলটার মধ্যে নরম স্বভাবের, বিশেষ করে রোডার সঙ্গে তুলনা করলে।

'ওর দুই বছর বয়েসে ওর মা মারা গেছেন,' গ্র্যাহাম জানাল। 'যা-ই হোক, নকশাটা নিয়ে ডেথসিটিতে ফিরে এসেছে রিয়া, কিন্তু...'

'কিন্তু কি?' বাধা দিল নিমো।

'নকশাটা সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা,' দ্বিধা করে জবাব দিল গ্র্যাহাম।

'তারমানে তুমিও বোঝনি?' রোডার প্রশ্ন। লম্বা কালো চুল ওর, সে-ও সুন্দরী।

'খুব কঠিন,' রোডার মনে হলো কিছু যেন চেপে যেতে চাইছে গ্র্যাহাম।

'তোমার কাছেও কঠিন মনে হলো? অবাক করলে!' জোসেফ বলল।

'রিয়ার বাবা নকশাটা কোথায় পেলেন?' জানতে চাইল নিমো।

'জানি না,' মাথা নাড়ল গ্র্যাহাম। 'তবে ডেথসিটিতে বড় হয়েছেন তিনি, জীবনের বেশির ভাগ সময় এখানেই কাটিয়েছেন। ছেলেবেলায় খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ছিলেন। এ রকম একটা গুপ্তধনের নকশা তিনি পাবেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'তাহলে তিনি নিজেই গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করেননি কেন?' জোসেফের প্রশ্ন।

'হয়তো সময় পাননি,' জবাব দিল গ্র্যাহাম। 'নকশাটা হাতে আসার পর পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, গুপ্তধন উদ্ধারে বেরোনোর সুযোগই পাননি।'

'রিয়া কিছু জানে না?'

'না। এ ব্যাপারে বাবার কাছ থেকে কিছু জানার আগেই তিনি মারা গেছেন। প্রশ্ন করার সময়ও দেননি। এমনকি নকশাটা কোথায় পেয়েছেন ওর বাবা, সেটাও জানতে পারেনি রিয়া।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'হুঁ!'

'নকশাটা যে আসল, রিয়া বুঝল কি করে?' রোডার প্রশ্ন।

'ওর বাবা হলপ করে বলে গেছেন,' গ্র্যাহাম বলল। 'আঙ্কেল হেনরি খুব সৎ ছিলেন। ফালতু কথা বলার লোক তিনি ছিলেন না।'

'কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না,' নিমো বলল, 'আমাদের সহযোগিতা চাইতে এল কেন রিয়া? চেষ্টা করলে তোমরা দুজনেই সাঙ্কেতিক ভাষাটার মানে বের করে ফেলতে পারতে। তোমার অন্তত সে-ক্ষমতা আছে। এর জন্য অর্ধেক গুপ্তধন দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল গ্র্যাহাম। 'গত দুই হপ্তা ধরে চেষ্টা করেছি। অনেক মাথা ঘামিয়েছি। পারিনি।'

'নকশাটা কোথায়?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল।

'রিয়ার কাছে,' গ্র্যাহাম বলল। 'বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ও। তোমাদের দেখাবে, যদি কথা দাও কাউকে বলবে না।'

'দেখতে তো আর দোষ নেই,' রোডা বলল। একে একে নিমো, জোসেফ ও কারিনার দিকে তাকাল। 'কি বলো তোমরা?'

'হয়তো,' সাবধানে জবাব দিল নিমো। 'তবে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ওই গুপ্তধন খুঁজতে যাওয়ার মধ্যে কোন বিপদ নেই তো?'

আবার দ্বিধা করল গ্র্যাহাম। 'হয়তো আছে।'

'কিন্তু রিয়া আর কারও কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এল কেন? জোসেফের প্রশ্ন।

'আমিই বলেছি তোমাদের কথা,' গ্র্যাহাম বলল। 'তোমাদের দুঃসাহস আর বুদ্ধিমত্তার কথা সব জানিয়েছি ওকে। তা ছাড়া আমিও এতে কাজ করতে ইচ্ছুক। অন্য কারও কাছে গেলে সে আমাকে সঙ্গে না-ও নিতে পারে।'

'নকশাটা দেখার আগে কিছু বলা উচিত হবে না,' রোডা বলল। 'কে জানে, কতটা বিপজ্জনক কাজ। তা ছাড়া আমরাও ওটার মানে বের করতে ব্যর্থ হতে পারি।'

'কিন্তু যদি পারি,' গ্র্যাহামের দিকে তাকাল জোসেফ, 'গুপ্তধনের পুরো অর্ধেকটাই চাই আমাদের। পরে অন্য কথা বললে কিন্তু শুনব না।'

'রিয়া অন্যকথা বলবে না,' মাথা নাড়ল গ্র্যাহাম। 'যাই, ওকে ডেকে নিয়ে আসি।'

গ্র্যাহাম চলে গেলে জোসেফ বলল, 'রিয়ার কথা মনে পড়েছে আমার এখন। বেশ লম্বা ছিল ও, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। গ্র্যাহামেরও বুদ্ধি আছে। ওরা নিজেরা কেন সঙ্কেতটার মানে বের করতে পারল না, অবাক হচ্ছি আমি।'

কেউ জবাব দেয়ার আগেই রিয়াকে নিয়ে হাজির হলো গ্র্যাহাম। মেয়েটা ভীষণ সুন্দরী। লাল ঠোঁট। মুক্তোর মত সাদা দাঁত। মাথাভর্তি আগুন রঙা কোঁকড়া চুল। একহারা দীঘল শরীর। পরিচয় করিয়ে দিল গ্র্যাহাম। ওকে বসতে বলল নিমো।

রিয়ার হাতে একটা বাদামী রঙের পার্চমেন্টের মত কাগজ। নিমোদের মুখোমুখি বসার সময় বুকের কাছে চেপে ধরল। ওকে সহজ করতে চাইল জোসেফ।

'তোমার কাছ থেকে ওটা কেড়ে নেব না আমরা,' রসিকতার ঢঙে বলল ও। 'অন্তত এখন নেব না।'

হালকা হাসি ফুটল রিয়ার ঠোঁটে। 'গ্র্যাহামকে ছাড়া নকশাটার কথা আর কাউকে বলিনি আমি। কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছ।'

'পারছি,' হাত নাড়ল নিমো। 'অন্যের গোপন কথা ফাঁস করি না আমরা, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ভিনগ্রহবাসী আর ডাইনিরাও আমাদের বিশ্বাস করে।'

ওর সঙ্গে সুর মেলাল গ্র্যাহাম, 'ওদের আমি এতটাই বিশ্বাস করি, ওদের ওপর ভরসা করে প্রাণ বাজি রাখতেও রাজি আছি।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রিয়া।

'উত্তরাধিকার সূত্রে তাহলে একটা বিপদ পেয়েছ?' হেসে রসিকতা করে পরিবেশ হালকা করতে চাইল জোসেফ।

'গুপ্তধন পেতে চাইলে বিপদের মুখোমুখি তো হতেই হবে,' রিয়াও হাসল। 'আমার বাবা বলেছে, যদি নকশাটার মানে বের করতে পারি, এত বেশি ধনরত্ন পাব, যা কল্পনারও অতীত।'

'কিন্তু তিনি এর মানে বের করতে পারেননি কেন?' রোডা জিজ্ঞেস করল।

'পারতেন, সময় পেলে,' রিয়া জবাব দিল।

হাত বাড়াল জোসেফ, 'দেখি।'

নকশাটা টেবিলে রাখার আগে আরেকবার দ্বিধা করল রিয়া। তারপর পার্চমেন্টের মত কাগজটা খুলে টেবিলে বিছাল।

প্রথম দৃষ্টিতে জটিল মনে হয় না নকশাটা। বাঁ দিকে কতগুলো তীর চিহ্ন আঁকা, এগুলো দিয়ে পর্বতমালা বোঝানো হয়েছে, জোসেফের মনে হলো। উল্টোদিকে কিছু ঢেউ খেলানো রেখা, যেগুলোর মানে সাগর। পর্বত আর সাগরের মাঝখানে অস্পষ্টভাবে আঁকা জিনিসগুলো গাছপালা আর পাথর হতে পারে। পর্বতের মাঝখানে বড় একটা 'ক্রস' চিহ্ন আঁকা।

এ সব চিহ্নের নিচে একটা কবিতা। জোরে জোরে পড়ল নিমো :

হোয়েন দা মর্নিং অ্যাণ্ড ইভনিং লেডি স্ট্যাণ্ডস অ্যাট হার টলেস্ট
দা শ্যাডো অভ দা হোয়াইট লাভ শ্যাল ফলেস্ট
ইন আ লাইন অভ ডার্কনেস অন দা ডোর অভ দা স্মলেস্ট
ইন আ হিডেন স্পট অন দা টলেস্ট।

দেয়ার লাই দা জুয়েলস দ্যাট স্পিক ইন ড্রিমস
দা ক্রিস্টাল দ্যাট উইসপার ওয়ার্ডস দ্যাট আর মোর দ্যান দে সিম।

বাট বিওয়্যার দা এনশেন্ট পেট

দা ফায়ার দ্যাট বার্নস ইয়েট

শি হু রিমেম্বার ওল্ড ডেটস।

শি হুজ ব্রেথ মেল্টস এভরি নেট।

পড়া শেষ করে নিমো বলল, 'মানে কি এ সব কথার?'

'দেখি তো,' নকশাটা টেনে নিল জোসেফ। কয়েক মিনিট গভীর মনোযোগে দেখে বলল, 'ডেথসিটির নকশা, তবে উল্টো করে আঁকা হয়েছে। দেখো, পর্বতগুলো সব বাঁ দিকে, মানে পশ্চিমে, অথচ পুব দিকে থাকার কথা। আমার ধারণা আয়নার সাহায্যে আঁকা হয়েছে নকশাটা। আয়নার ভিতর দিয়ে তাকালে বুঝতে পারব ক্রসচিহ্নটা আসলে ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে। রোডা, আয়না আছে তোমার ব্যাগে?'

'লাগবে না,' পকেট থেকে একটা নোটবুকের পাতা টেনে বের করল গ্র্যাহাম। 'আয়নার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে কাজটা করে ফেলেছি আমি।' ভাঁজ করা কাগজটা খুলে পুরানো পার্চমেন্টের ওপর বিছাল ও। আসলটার হুবহু একটা নকল, তবে উল্টো করে আঁকা। হাসল গ্র্যাহাম। 'তুমি যে জিনিসটা দেখেই বুঝে ফেলেছ, সেটা বুঝতে আমার বহু সময় লেগেছে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল রোডা। 'শুরুতেই সেকথা বলনি কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্র্যাহাম। 'আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তোমরা ব্যাপারটা বোঝো কি না।'

'আমরা বুঝব ভেবেই তো আমাদের কাছে এসেছ,' গম্ভীর স্বরে নিমো বলল।

'তবু, আরেকটু নিশ্চিত হতে চাইছিলাম,' আমতা আমতা করে বলল গ্র্যাহাম। 'অন্যের জিনিস তো!'

'তোমাদের কাজ আমরা করব না,' নকশাটা ঠেলে দিল নিমো।

'সরি, এবারকার মত মাপ করো,' হাতজোড় করল গ্র্যাহাম।

'শোনো, এ ভাবে অবিশ্বাস করলে টিম-ওঅর্ক হয় না। যদি জানো, বলে ফেলো। তাতে অকারণ মূলবান্য সময় নষ্ট হবে না।'

'না, সত্যিই জানি না,' মাথা নাড়ল গ্র্যাহাম। রিয়ার দিকে তাকাল। 'বলেছিলাম না ওরা পারবে। তুমিই আমাকে লজ্জাটা দেয়ালে।'

'সরি,' রিয়া বলল। জোসেফের দিকে আবার ঠেলে দিল নকশাটা। 'প্লিজ, দেখো!'

গভীর মনোযোগে পার্চমেন্টে আঁকা নকশাটা দেখতে লাগল আবার জোসেফ। গ্র্যাহামের আঁকা নকশাটার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ক্রসচিহ্নটা কোন জায়গা নির্দেশ করছে, জানো তুমি? ওদিকের পাহাড়-পর্বত তো তোমার মুখস্থ।'

'কিছুটা অনুমান করেছি,' গ্র্যাহাম জবাব দিল।

'কোথায়?'

গায়ে গায়ে আঁকা লাইনগুলো দেখাল গ্র্যাহাম। 'এটা পর্বতের পিছন দিক, ছোট এক গুচ্ছ চূড়ো আছে এখানে, নাম *টিথ*।'

'মানে, দাঁত!' কারিনা বলল। 'অদ্ভুত নাম তো!'

'হ্যাঁ, আমিও চিনি জায়গাটা,' জোসেফ জবাব দিল। 'দূর থেকে দেখতে কুমিরের দাঁতের মত লাগে। তাই না, গ্র্যাহাম?'

মাথা ঝাঁকাল গ্র্যাহাম।

'এখন এক এক করে সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক,' জোসেফ বলল। 'প্রথম লাইনটা : *হোয়েন দা মর্নিং অ্যাণ্ড ইভনিং লেডি স্ট্যাণ্ডস অ্যাট হার টলেস্ট*। বিশেষ একটা সময় বোঝানো হয়েছে এই বাক্যটা দিয়ে। হয়তো দিনের কোনও বিশেষ সময়, কিংবা বছরের কোনও বিশেষ সময়।' একটু থেমে বলল, 'কিন্তু কোন লেডি *মর্নিং* আর *ইভনিং*-এর সঙ্গে যুক্ত?'

মাথা নাড়ল কারিনা। 'সামান্যতম ধারণা নেই আমার।'

'কোন লেডি জানার জন্য পুরাণের সমস্ত দেবদেবীরে কাহিনি পড়ে ফেলেছি আমি,' গ্র্যাহাম বলল। 'কিন্তু কোনটাকেই বলা হয়নি সকাল-বিকালের দেবী।'

'তারমানে প্রচুর খাটাখাটনি করেছ,' জোসেফ বলল। 'কিন্তু সহজ জবাবটা মাথায় আসেনি তোমার।'

'সহজ?' অবাক হলো নিমো। 'কার কথা বলা হয়েছে?'

'ভেনাস।'

'মানে, শুক্রগ্রহ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'কবিতার দ্বিতীয় লাইনটা থেকে সেটা আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। কেউ কেউ ভেনাসকে বলে প্রেমের দেবী। আর একমাত্র গ্রহ, যেটা পৃথিবীতে কোন জিনিসের ছায়া তৈরি করতে পারে, যখন সবচেয়ে উজ্জ্বলতর হয়, আর যখন আকাশে চাঁদ থাকে না। প্রথম লাইনটা এটাও বুঝিয়েছে, যখন গ্রহটা সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে, তখনই বেশি উজ্জ্বল হয়, আর সেটা হয় সকালে অথবা সন্ধ্যায়। একই তারাকে সকালে বলে শুকতারা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও, সূর্য থেকে যখন দূরে থাকে, আকাশেরও তখন সবচেয়ে ওপরে থাকে?' নিমো জিজ্ঞেস করল, বন্ধুর এই পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও।

'মজাটা এখানেই,' জোসেফ বলল। 'সূর্য থেকে দূরে থাকলেও বছরের বিশেষ সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি চলে আসে।'

'কয়বার ঘটে এই ঘটনা?' জানতে চাইল নিমো।

কাঁধ ঝাঁকাল জোসেফ। 'বছরে অন্তত দুবার, কিংবা আরও বেশি। সঠিকভাবে বলতে হলে বই দেখে বলতে হবে, এখন মনে নেই। তবে একটা জিনিস নিশ্চিত, সকালবেলা সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে গ্রহটা। কাল ভোরে সূর্য ওঠার আগে যদি ঘুম থেকে উঠে আকাশের দিকে তাকাও, শুকতারা দেখতে পাবে। পুব আকাশের অনেক ওপরে থাকে তখন ওটা, আর খুব উজ্জ্বল।'

'আজ রাতে কি চাঁদ থাকবে?' কারিনা জিজ্ঞেস করল। 'কিংবা কাল ভোরে, যখন শুকতারা ওঠে?'

ভেবে নিয়ে জবাব দিল জোসেফ, 'না।'

'তারমানে তো ওই সময়টাতেই গুপ্তধন খুঁজতে বেরোনো উচিত আমাদের,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে রোডা বলল।

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও,' আবার হাত তুলল নিমো। 'মাত্র তো একটা লাইনের সমাধান হলো। বাকি লাইনগুলোও বুঝতে হবে। হ্যাঁ, প্রথম পঙ্‌ক্তির তৃতীয় লাইনটা হলো : *ইন আ লাইন অভ ডার্কনেস অন দা ডোর অভ দা স্মলেস্ট।* তার পরেরটা : *ইন আ হিডেন স্পট অন দা টলেস্ট।*' থামল ও। ভাবল। 'আমার মনে হচ্ছে, এতে বোঝাতে চেয়েছে, এমন কোনও জিনিসের ওপর আলো কিংবা ছায়া ফেলে শুক্রগ্রহ, যেটা হয়তো গুপ্তধনের কাছে যাওয়ার দরজা।'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'এই লাইনগুলো সেটাই বোঝাচ্ছে। দেখে দুর্বোধ্য মনে হলেও প্রচুর তথ্যে ভরা এগুলো। *স্মলেস্ট* বলে হয়তো টিথ-এর সবচেয়ে ছোট চূড়াটাকে বোঝানো হয়েছে।'

'কিন্তু আবার বলেছে : *ইন আ হিডেন স্পট অন দা টলেস্ট,*' রোডা বলল। 'আগের লাইনটার বিপরীত কথা না?'

'পড়লে তা-ই মনে হয়,' জোসেফ বলল। 'কিন্তু একটা চূড়া হয়তো *স্মলেস্ট* মানে সবচেয়ে ছোট হয়েও *টলেস্ট* অর্থাৎ সবচেয়ে বড়।'

'কিভাবে?' কারিনার প্রশ্ন।

'সরু হয়ে,' জবাব দিল জোসেফ। 'চূড়াটা হয়তো সবচেয়ে লম্বা, কিন্তু এত বেশি সরু, আশপাশের চূড়াগুলোর তুলনায় ভর, অর্থাৎ ওজন সবচেয়ে কম। তারমানে *স্মলেস্ট*।'

'নাহ্, তুমি একটা জিনিয়াস, জোসেফ,' উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করল কারিনা। হাসিতে উজ্জ্বল মুখ।

জোসেফের পিঠ চাপড়ে দিল রোডা। 'ভেরি গুড। আমাকে মোহিত করে ফেলেছ। এখন দেখা যাচ্ছে, প্রথম পঙ্‌ক্তির সবক'টা লাইনেরই মানে জানি আমরা। বাকি লাইনগুলোর মানেও বের করা দরকার। আচ্ছা, টিথটা এখান থেকে কতদূর, বলো তো? পর্বতের কতখানি ভিতরে?'

'পর্বতের ওপাশে,' জোসেফ বলল। 'কিছুটা পথ গাড়িতে করে যেতে পারব আমরা, বাকিটা পায়ে হেঁটে যেতে হবে।'

'একদিনে যেতে পারব?' নিমো জিজ্ঞেস করল।

'না। আজ যদি রওনা দিই, একটা রাত অন্তত ক্যাম্প করে কাটাতে হবে। কাল দিনের বেলা গন্তব্যে পৌঁছতে পারব।'

'কিন্তু শুকতারাকে তো তাহলে ওটার সর্বোচ্চ জায়গায় পাওয়া যাবে না,' রোডা বলল। 'যা খুঁজতে যাব সেটা আর পাব না।'

'চব্বিশ ঘণ্টায় অবস্থান থেকে খুব একটা সরে না শুকতারা।' একটু থেমে জোসেফ বলল, 'সঠিক চূড়াটা যদি চিহ্নিত করতে পারিও আমরা, কয়েক দিন লেগে যাবে, ছায়াটা খুঁজে বের করতে, যদি...'

'যদি কি?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল নিমো।

'যদি আলো কিংবা ছায়া অন্য আরেকটা জায়গাকে চিহ্নিত করে,' জোসেফ বলল। 'আমরা কেবল আশা করতে পারি তেমন কিছু ঘটবে না। যাই হোক, বাকি পংক্তিগুলোর মানে বের করা দরকার। ওগুলো প্রথমটার মত এত সহজ নয়। পরেরটার কথাই ধরা যাক : *দেয়ার লাই দা জুয়েলস দ্যাট স্পিক ইন ড্রিমস/দা ক্রিস্টাল দ্যাট উইসপার ওয়ার্ডস দ্যাট আর মোর দ্যান দে সিম।* ঠিক বোঝা গেল না। তবে, কথা বলার সঙ্গে রত্নগুলোর কোনও সম্পর্ক আছে। রিয়া, গুপ্তধনগুলো কি, তোমার বাবা বলেছেন?'

'না,' সাবধানে জবাব দিল রিয়া। 'বলেনি। শুধু বলেছে, জিনিসগুলো অ্যানশেন্ট।'

'মানে বহু প্রাচীন,' রোডা বলল। 'শেষ পক্তিটায় *অ্যানশেন্ট পেটের* কথা বলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ। আর ওটাকে *শি* বলেছে,' নিমো যোগ করল। 'তারমানে অ্যানশেন্ট পেটটা মেয়ে প্রাণী। ওটার ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলেছে, তারমানে বিপজ্জনক।'

'কিন্তু প্রাচীন মানে কত প্রাচীন?' রোডার প্রশ্ন।

'অনেক প্রাচীন,' জোসেফ জবাব দিল। 'এই লাইনটা দেখো : *শি হু রিমেম্বার ওল্ড ডেটস।*'

গ্র্যাহামের দিকে তাকাল কারিনা। 'কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ এত চুপচাপ হয়ে গেলে কেন?'

'আসলে আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে ও,' জোসেফকে দেখাল গ্র্যাহাম। 'সব কিছুর সমাধান করে ফেলল, এত তাড়াতাড়ি!'

'নকশায় লেখা আছে, আমি শুধু পড়ে বুঝেছি,' বেশি প্রশংসায় বিব্রত বোধ করছে জোসেফ। 'এখানে আমার কোন বাহাদুরি নেই। যাই হোক, এই *অ্যানশেন্ট পেট*-টা কি, কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'পেট মানে তো পোষা প্রাণী,' গ্র্যাহাম বলল। 'তবে এই প্রাণীটা বহু প্রাচীন, অর্থাৎ বহুকাল ধরে বেঁচে আছে। প্রাণী নিয়ে অবশ্য আমার তেমন মাথাব্যথা নেই।'

'আমি একটা গাড়ি জোগাড় করতে পারব,' তাড়াতাড়ি বলল রিয়া, মনে হলো প্রসঙ্গটা থেকে সরে যেতে চাইল। 'গাড়ি চালাতে জানি, তাই জোসেফ যেখানে যেতে বলে, সেখানে নিয়েও যেতে পারব।' হঠাৎ করেই হাসল ও। 'ব্যাপারটা সাংঘাতিক, আমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি। গুপ্তধন যদি পেয়েই যাই, আমার মনে হয়, জোসেফকে আলাদা আরেকটা ভাগ দেয়া উচিত।'

মৃদু হাসল জোসেফ। 'জুয়েল দ্যাট স্পিকস ইন দা ড্রিম, মানে, স্বপ্নে কথা বলে এমন একটা রত্ন পেলে আমি খুশিই হই।'

মিলিয়ে গেল রিয়ার হাসি। 'আশা করি তেমন রত্ন পেয়েও যেতে পারি আমরা।'

'তাহলে গুপ্তধন খুঁজতে যাচ্ছি আমরা?' সবার দিকে তাকাল নিমো।

'যেতে তো অবশ্যই চাই,' কারিনা বলল। 'তবে আমার মাকে বলে যেতে হবে। দিনে দিনে ফিরে আসতে পারলে, রাতে ক্যাম্প করে থাকার প্রয়োজন না হলে, না বললেও চলত।'

হাসল নিমো। 'তিনি যদি জানতেন না বলে কোথায় কোথায় চলে গিয়েছিলে, কোটি কোটি বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে, মহাকাশের ভিনগ্রহে, তাহলে এখনকার অভিযানটা নিয়ে মাথাই ঘামাতেন না।' তারপর যোগ করল, 'আমার আব্বা-আম্মাকেও বলে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল রোডা। 'আমার বাবা-মাকেও। তবে ওরা ক্যাম্পিং ভালবাসে।' নিমোর দিকে তাকাল ও, 'তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি শুনলে আপত্তি করবে না। আমাদের জিনিসপত্রগুলোও আনতে হবে : স্লিপিং ব্যাগ, ব্যাকপ্যাক আর প্রচুর খাবার ও পানি।'

জোসেফও উঠে দাঁড়াল। 'আমার বাবা-মা এ শহরে নেই, তাই অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন নেই।'

ওর কণ্ঠের চাপা দুঃখটা কান এড়াল না নিমোর। ও জানে, জোসেফের পরিবারের সদস্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, যদিও কারণটা জানে না। কখনও বলেনি জোসেফ।

দুই

যতটা ভেবেছিল, জিনিসপত্র জোগাড় করে ফিরে আসতে তারচেয়ে বেশি সময় লাগল ওদের। প্রথমেই ধরা যাক নিমোর কথা, হাইকিং বা দীর্ঘ যাত্রায় যাওয়ার উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নেই ওর, স্লিপিং ব্যাগ কিংবা একটা ব্যাকপ্যাকও নেই। রোডা ওর বন্ধুদের কাছ থেকে এ সব জিনিস চেয়ে এনে দিল। তারপর, রিয়া আর গ্র্যাহাম সেই যে গেল তো গেলই, ফেরার নাম নেই, ধার করা একটা পিকআপ ট্রাক নিয়ে যখন হাজির হলো, তখন দুপুর একটা বাজে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে জোসেফ, সূর্যাস্তের আগে টিথ-এর কাছে পৌঁছতে পারবে বলে আর মনে হচ্ছে না ওর।

'যাত্রাটা খুব কঠিন হবে,' রিয়ার নিয়ে আসা সাদা পিকআপ ট্রাকটার পিছনে ওঠার সময় বলল জোসেফ। গ্র্যাহাম বসেছে ওর কাজিনের সঙ্গে সামনের সিটে। আর অবশ্যই ড্রাইভ করছে রিয়া। জোসেফ বলল, 'টিথ অনেক উঁচু। বহু সময় ধরে খাড়াই বেয়ে উঠতে হবে। পানিও তেমন নেই ওখানে। যখনই কোন ঝর্না পাওয়া যাবে, পেট ভরে পানি খেতে হবে আমাদের, পানির বোতলগুলোও ভরে নিতে হবে।'

'তোমরা আরাম করে বসেছ তো সবাই?' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রোডা, এখনও উত্তেজিত ও। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'পর্বতে নাগরদোলা চড়তে যেতে আমরা প্রস্তুত।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রিয়া। মেইন রোড ধরে এগিয়ে চলল ট্রাক। ডেথসিটি থেকে বেরিয়ে এসে উত্তরে চলল। টেরোডাকটিলের কবল

থেকে কারিনাকে উদ্ধার করতে এ পথেই গিয়েছিল জোসেফ। তবে এবারে ঠিক করল, এ রাস্তাটা শেষ হওয়ার পর একটা কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে বলবে রিয়াকে, তাতে টিথ-এর বিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারবে গাড়িতে করেই।

গরম বাতাস লাগছে ওদের মুখে। সমুদ্র থেকে, ওদের শহর থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

'আমাদের মিটিঙে খুব কম কথা বলেছে রিয়া, সেটা লক্ষ করেছ?' নিচুস্বরে কথা বলল নিমো, যাতে ওরা চারজনই শুধু শুনতে পায়।

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'আমাদের কোন কথাই যেন ওকে তেমন চমকাতে পারেনি।'

'আমার মনে হয় বেশি লাজুক,' রোডা বলল।

মাথা ঝাঁকাল কারিনা। 'আমি ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ও তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী, সেজন্যই ওকে পছন্দ করতে পারছ না,' রোডা বলল।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কারিনা। 'হায়রে কপাল!'

'আমি যদি রিয়া হতাম,' নিমো বলল, 'আর আমার নকশার সাঙ্কেতিক ভাষার এভাবে মানে করে দিত কেউ, আনন্দে নাচা শুরু করে দিতাম ।'

'কিভাবে নাচতে হয়, ও হয়তো জানেই না,' রোডা বলল।

'কিংবা আমরা যা বলেছি, কোনটাই নতুন নয় ওর কাছে,' জোসেফ বলল।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' কারিনা বলল।

নিমো আর জোসেফ মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। নিমো বলল, 'ওদের দুজনের ওপরই চোখ রাখা উচিত।'

হাসল রোডা। 'গ্র্যাহামের ওপর তো কারিনার নজর আছেই। একটা সেকেণ্ডের জন্যও সরায় বলে মনে হয় না।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল কারিনা। 'ওর পিছনে কে সারাক্ষণ লেগে থাকে? সে তো তুমি।'

'তা তো থাকবই, আমাকে আরেকটু হলেই খুন করিয়ে ফেলেছিল ও,' রোডা বলল। 'শুধু আমাকে নয়, সারা দুনিয়াটাকেই শেষ করে দিয়েছিল। ও রকম একটা মানুষকে ক্ষমা করতে পারি না আমি।'

'টাকা আর গুপ্তধনের লোভ মানুষকে শেষ করে দেয়,' নিমো বলল। 'আমাদের আরও সাবধান থাকা উচিত।'

এক ঘণ্টার বেশি চলল ওরা। প্রথমে সরু একটা খোয়া বিছানো পথের ওপর দিয়ে, তারপর এবড়োখেবড়ো একটা কাঁচা রাস্তা, যেটা শুধু হাঁটার জন্য, গাড়ি চালানোর উপযুক্ত নয়। এই রাস্তাটার শেষে একটা খাড়া ঢালের গোড়ায় যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল গাড়ি। জোসেফ বলল, চার চাকার ওপর নির্ভর করে যতটা আসা সম্ভব আসা হয়েছে। ট্রাক থেকে নেমে পড়ল ওরা। কারিনার বোঝাটা নামাতে ওকে সাহায্য করল নিমো। বোঝার ভারে গোঙাচ্ছিল ও।

'অসম্ভব ভারি,' কারিনা বলল।

'এখনই কি, ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠা শুরু করো আগে, যখন ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরোনো শুরু করবে, বিষাক্ত সাপে কামড়ে দেবে, তখন বুঝবে ভার কাকে বলে,' রোডা বলল। 'বোঝাটা দশ গুন ভারি মনে হবে তখন।'

সামনের খাড়া পাহাড়টা দেখাল জোসেফ। 'এটা ঘুরে যেতে হবে আমাদের। শুরুতে খুব কঠিন হবে যাওয়া, আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, কিছুটা খাড়াই বেয়েও উঠতে হবে। তারপর সমান মাটি।'

একটা ক্যাপ মাথায় দিল নিমো, রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে নিয়ে এসেছিল। প্যাক থেকে পানির বোতল বের করে লম্বা চুমুক দিল।

'প্রথমে কোন জায়গা থেকে বোতলে পানি ভরতে পারব আমরা?' জোসেফকে জিজ্ঞেস করল ও।

'এখন থেকে কম করেও চার ঘণ্টা পর।' ঘড়ি দেখল জোসেফ। 'পাঁচটার আগে পৌঁছতে পারব না ওখানে। তবে ওখানে থামা চলবে না, যদি কাল ভোরের মধ্যে টিথ-এর কাছে পৌঁছতে চাই, যে সময় অন্ধকার আকাশে শুকতারা দেখতে পাব।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' কারিনা বলল। 'আমি ভেবেছিলাম পরশু দিন সকালে চূড়াটায় খোঁজাখুঁজি করব আমরা।'

'আজ কতখানি এগোতে পারব, তার ওপর নির্ভর করবে সেটা,' রিয়া জবাব দিল।

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল গ্র্যাহাম। 'খুব টায় টায় সময়ে কাজটা সারতে হবে আমাদের।'

রওনা হলো ওরা। জোসেফের কথাই ঠিক, শুরুতে যাত্রাটা হলো খুব কঠিন আর ক্লান্তিকর। কয়েকবার করে আলগা পাথরে পিছলে পড়ে হাঁটুর চামড়া ছিলল কারিনা। গরমের জন্য শর্ট পরেছে, আর তাতে ঘষাটা লেগেছে খুব বেশি। গভীর আঁচড় লাগল। একবার তো থামতেই হলো। যখন দুটো ক্ষতের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল নিমো। ভাগ্যিস, মনে করে সাথে একটা ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে এসেছিল রোডা।

সবার চেয়ে ভাল এগোচ্ছে ও। পাহাড়ে চড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে অভিজ্ঞ ক্লাইম্বার। অথচ এখানকার পার্বত্য অঞ্চল প্রায় চেনেই না ও, জোসেফ যতখানি চেনে। বেশির ভাগ সময়ই দুজনে আগে আগে চলছে। গুপ্তধন বিক্রির টাকা দিয়ে কি কি জিনিস কিনবে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার বলে ফেলেছে ও।

'প্রথমেই একটা বাড়ি কিনব, তবে আর যেখানেই কিনি, ডেথসিটিতে নয়,' জুলি বলল। 'যাতে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারি, সারাক্ষণই মনে না হয় সকালে উঠেই মারা পড়ব আমি।'

'কিন্তু অন্য শহরে চলে গেলে,' ওর পিছনে পা টেনে চলতে চলতে নিমো বলল, 'আমাদের তো মন খারাপ লাগবে, তোমাকে মিস করব আমরা। আর তুমি মিস করবে এতসব দারুণ দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।'

হাসল রোডা। খুব মিষ্টি দেখাল হাসিটা। পর্বতের বাতাস যেন উদার করে তুলছে ওকে।

'চিন্তা নেই, যখনই আসতে বলবে তোমরা, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে আসব,' বলল ও।

'কিন্তু আমরা তোমাকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে চাই,' কারিনা বলল।

'একটা কথা ভুললে চলবে না আমাদের,' জোসেফ বলল, 'জিনিসগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে গুপ্তধনের একটা অংশ মিউজিয়ামকে দান করে দিতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকব আমরা।'

'কিন্তু আমার জিনিস আমি মিউজিয়ামকে দান করব না,' বাধা দিল রিয়া।

জোসেফ বলল, 'আমি আমাদের ভাগ থেকে দেয়ার কথা বলছি। আমাদেরটা থেকে দিলে নিশ্চয় তোমার আপত্তি থাকবে না।'

ওর দিকে তাকাল রিয়া। ওর সবুজ চোখে আলো জ্বলে উঠল মনে হলো। তবে সেটা গরম না ঠাণ্ডা, বুঝতে পারল না নিমো। তাড়াতাড়ি হাসি দিয়ে রিয়া বলল, 'তোমার ভাগ নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো।'

শুকনো, ঊষর অঞ্চল দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা। কিছুক্ষণ পর কয়েকটা গাছের দেখা পেল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবু পার হওয়ার সময় ছায়া পেল। সমান হয়ে এসেছে মাটি। কারিনারও আর এখন চলতে আগের মত কষ্ট হচ্ছে না। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। কথা কমিয়ে দিল। একটানা তিনটে ঘণ্টা না থেমে এগোল। অবশেষে সেই পানির গর্তটার কাছে পৌঁছল, যেটার কথা বলেছে জোসেফ। ও জানাল, নির্দিষ্ট সময়ের বিশ মিনিট আগেই পৌঁছেছে। অগভীর গর্ত, টলটলে পানি, বহু ওপরের পাথুরে পাহাড় থেকে পানি খাড়া ঝরে পড়ে তৈরি হয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে বোতলে পানি ভরার সময় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল নিমো।

'দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'পানিতে হাত দিয়ো না কেউ, ঢেউ তুলো না। দেখো, কি পরিষ্কার প্রতিবিম্ব, একেবারে আয়নার মত।'

ওর পাশে বসে উবু হয়ে তাকাল রোডা। 'আমার ক্যামেরাটা আনলে ভাল হতো। দারুণ দৃশ্য।'

'জায়গাটা খুব শান্তও,' কারিনা বলল। হাত বাড়িয়ে একটা বুনো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গন্ধ শুঁকল।

পানির কিনারে নিজের প্যাকটা ছুঁড়ে ফেলল গ্র্যাহাম। 'গুপ্তধনের ছবি তোলা চলবে না,' বলল ও। 'কাউকে জানানো যাবে না কি পেয়েছি আমরা।'

'সেকথা আগেই বলেছ তুমি, মনে আছে,' বলল জোসেফ।

ওর দিকে তাকাল গ্র্যাহাম। 'না, বলে দেখলাম, মনে আছে কি না তোমাদের।'

আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার চলল ওরা। তারপর এমন একটা জায়গায় চলে এল, জোসেফ জানাল, ও নিজেও ভালমত চেনে না। অনুমানে বলল, ঠিক কোন জায়গাটায় ক্যাম্প করলে ভাল হবে।

'টিথ-এর গোড়ায় একটা গামলার মত নিচু জায়গা আছে,' বলল ও। 'বাতাস লাগে না। চারপাশে দেয়াল থাকায় বুনো জানোয়ারের আক্রমণেরও ভয় কম।'

'বুনো জানোয়ারও আছে নাকি এখানে?' শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কারিনা।

'পাহাড়ী সিংহ আর বাদামী ভালুক,' রোডা জবাব দিল। 'নিমো, তোমার লেজার পিস্তলটা এনেছ?'

'না।'

ভ্রূকুটি করল রিয়া। 'সত্যি তোমার লেজার পিস্তল আছে!'

'হ্যাঁ,' হাসল রোডা, 'সাত কোটি বছর আগে এক ভিনগ্রহবাসীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।'

রিয়ার দিকে তাকাল গ্র্যাহাম। 'বললাম না, ওরা সাংঘাতিক সব জায়গায় গিয়েছিল।'

আটটা নাগাদ গামলার মত জায়গাটায় পৌঁছল ওরা। অন্ধকার নামতে আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যে তাঁবু খাটানো শেষ করতে হবে। তবে সবাই হাত লাগিয়ে এত দ্রুত কাজ করল, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁবু খাটানো, স্লিপিং ব্যাগ পাতা, সব শেষ করে ফেলল। আগুন জ্বেলে সুপ গরম করল, সিম সিদ্ধ করল। গনগনে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আয়েশ করে খেল। সাথে করে কিছু চিপস নিয়ে এসেছে কারিনা, ভাগ করে দিল সবাইকে।

মাথার ওপরে টিথ-এর কালো অবয়বটা যেন অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। মোট তিনটে চূড়া গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। দূরেরটা সবচেয়ে লম্বা আর সরু।

খাবার খেতে খেতে সেদিকে দেখাল কারিনা। 'কতদূরে ওটা, জোসেফ?'

'কম পক্ষে ছয় মাইল,' জোসেফ বলল। 'আরও বেশিও হতে পারে। কাল সকালে ওটার কাছে যেতে পারব বলে মনে হয় না। তারচেয়ে সূর্য উঠলে ওটার কাছে যাব, যে জিনিসটা দেখতে এসেছি, সেটা দেখার চেষ্টা করব তার পর দিন।'

'সেটা কি ঠিক হবে?' গ্র্যাহামের প্রশ্ন। 'নকশার সূত্রমতে শুকতারাটা যখন সবচেয়ে ওপরে থাকে, তখন ওখানে থাকতে হবে আমাদের, আর সেটা কাল সকালে।'

'কাল সকালেই হতে হবে, এমন কথা তো লেখেনি,' জোসেফ বলল। 'পরশু দিন সকালে হলে অসুবিধে কি? শুকতারা তো চলে যাচ্ছে না। তা ছাড়া সূর্য ওঠার আগে গাঢ় অন্ধকারে পাহাড়টার গোড়ায় যাওয়ার চেষ্টা করাটাও বিপজ্জনক। কোনভাবে যদি পা পিছলে পড়ে কেউ, গোড়ালি কিংবা পা ভাঙে, তাহলে ভয়ানক বিপদে পড়ব। ওকে বয়ে নিয়ে গাড়ির কাছে যাওয়া মোটেও সহজ হবে না।'

'আমাদের কেউ একজন শহরে ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলে হেলিকপ্টারে করে তুলে নিয়ে যাবে না?' কারিনা জিজ্ঞেস করল।

'ডেথসিটির পুলিশ অন্তত যাবে না,' জোসেফ বলল।

রিয়ার দিকে তাকাল গ্র্যাহাম। 'পরশু দিন খোঁজার ব্যাপারে আমি একমত হতে পারছি না। তোমার কি মত?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিয়া। দূরের চূড়াটার দিকে তাকাল। এতই সরু আর লম্বা, স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না। 'জোসেফ যদি বলে থাকে এটা বিপজ্জনক, আমি ওর কথাকেই প্রাধান্য দেব।' হাই তুলল ও, মুখে হাতচাপা দিল। 'তা ছাড়া, আমি ভীষণ ক্লান্ত। এত পরিশ্রমে আমি অভ্যস্ত নই। এমন ঘুম দেব এখন, দশ ঘণ্টার আগে আর উঠব না। রাত দুপুরে উঠে এ অচেনা বুনো পরিবেশে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল গ্র্যাহাম। 'সবারই যদি একই কথা হয়ে থাকে...'

'আমি জোসেফের সঙ্গে একমত,' বাধা দিয়ে বলল রোডা।

'আমিও,' নিমো বলল। 'নিরাপত্তার কথা ভাবা উচিত সবার আগে।'

'নিরাপত্তা শব্দটা যদিও ডেথসিটিতে বেমানান,' কারিনা বলল। তারপর বলল, 'রাতে পাহারা দিতে হবে না? যদি বুনো প্রাণী আসে?'

মাথা নাড়ল জোসেফ। 'আগুন জ্বেলে রাখলে বুনো প্রাণী দূরে থাকবে। তবে আগুনটা যাতে না নেভে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখব, রাতে জাগিয়ে দেবে। উঠে লাকড়ি ফেলব আগুনে।'

'ক'টা সময় উঠবে?' জানতে চাইল রিয়া।

কাঁধা ঝাঁকাল জোসেফ। 'এই দুটোর দিকে। কেন?'

'না, এমনি,' জবাব দিল রিয়া।

তিন

আগুন স্বপ্ন দেখছিল নিমো, দুঃস্বপ্ন, এ সময় জোর ঝাঁকিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। জেগে ওঠায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও, দুঃস্বপ্ন থেকে বেঁচে যাওয়ায়। ও দেখছিল, ওর পছন্দের সমস্ত জিনিস পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হচ্ছে। ওকেও বেঁধে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপের পাঁয়তারা চলছে।

উঠে বসে অন্ধকারে জোসেফের দিকে তাকাল ও। নিভু নিভু হয়ে এসেছে আগুন, কয়লাগুলো লাল আভা ছড়াচ্ছে। সেই আভায় জোসেফের মুখের উদ্বেগটা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

'কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল নিমো।

'রিয়া চলে গেছে,' জোসেফ বলল।

'তুমি শিওর? হয়তো বাথরুম সারতে গেছে।'

'না। গেছে যে অনেকক্ষণ হয়েছে।'

হাত দিয়ে চোখ ডলল নিমো। মুখ তুলে টিথ-এর দিকে তাকাল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অকাশে কোটি কোটি তারা। কালো চাদরে উজ্জ্বল বিন্দুর মত। তারার আলোয় কেমন অপার্থিব লাগছে পর্বতের চূড়াগুলোকে।

'অনেকক্ষণ মানে কতক্ষণ?' নিমো জিজ্ঞেস করল।

'আমি জেগেছি পনেরো মিনিট আগে,' জোসেফ বলল। 'তখন থেকেই দেখছি না।'

'আমাকে আরও আগে ডাকনি কেন?'

'মনে করেছিলাম ফিরে আসবে।' থেমে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফ। 'আমার বোঝা উচিত ছিল।'

'কি?'

'আমাদের সঙ্গে বেইমানি করবে। কাল সকালে যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করেছে, তার আগেই নকশাটার সাঙ্কেতিক কথাগুলোর মানে উদ্ধার করে ফেলেছিল ও।'

'তাহলে আমাদের টেনে নিয়ে এল কেন?' নিমোর প্রশ্ন।

'নিশ্চয় কারণ আছে। এই জায়গাটা আমার মত চেনে না ও। পথ চেনানোর জন্য এনেছে, সেটা একটা কারণ হতে পারে। আরও কোন কারণ নিশ্চয় আছে, পরে জানা যাবে।'

'তাহলে নিশ্চিত, উঁচু ওই পাহাড়টার দিকেই গেছে ও?'

'আমার এক বিন্দু সন্দেহ নেই। তোমার আছে?'

দ্বিধা করল নিমো। 'না। গ্র্যাহাম কোথায়? সে-ও চলে গেছে নাকি?'

হাত তুলল জোসেফ। 'ওই যে ঘুমাচ্ছে, মরার মত। তবে তাতে সন্দেহ যায় না।'

নিমো বুঝল। 'আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য রয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক তাই।'

'কি করব এখন?'

ভারি দম নিল জোসেফ। সবচেয়ে কাছের পর্বতচূড়াটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমি এখনও মনে করি, অন্ধকারে ওসব চূড়ায় চড়তে যাওয়াটা বিপজ্জনক,' বলল ও। 'কিন্তু আমাদের গুপ্তধনের ভাগ যদি আদায় করতে চাই, তাহলে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।'

'গুপ্তধন কি সত্যিই এতটা চাই?' নিমো বলল, 'যার জন্য আমাদের জীবন বাজি রাখব।'

'সেটাই প্রশ্ন,' জোসেফ বলল। 'রিয়া আমাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে। চুক্তি ভঙ্গ করেছে। অন্যায় করেছে। ওকে পার পেতে দিতে রাজি নই আমি।'

'এটা অবশ্য ঠিক,' মাথা দোলাল নিমো। 'তাহলে চলো আমরা দুজন ওর পিছু নিই। অন্যদের জন্য একটা নোট লিখে রেখে যাই।'

মাথা নাড়ল জোসেফ। 'খেপে আগুন হয়ে যাবে তাহলে মেয়ে দুটো। আমাদেরকে বৈষম্যবাদী বলে গালমন্দ করবে। রোডা অন্তত করবে। তা ছাড়া বেশি মানুষ একসঙ্গে থাকলে বেশি করে বিপদের মোকাবিলা করতে পারব। আলাদা হওয়াটা উচিত হবে না আমাদের।'

পুব আকাশে অনেক নিচুতে একটা উজ্জ্বল সাদা তারা দেখাল নিমো। 'ওটাই কি শুকতারা?'

'হ্যাঁ। দেখো কি রকম উজ্জ্বল।'

'সূর্য উঠতে কত দেরি?'

'তিন ঘণ্টা। তবে লম্বা চূড়াটার গায়ে শুকতারা ছায়া ফেলবে আরও আগে, দুই ঘণ্টা। ভোরের সামান্যতম আলো ফুটলেই ছায়া মিলিয়ে যাবে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'রিয়া নিশ্চয় সেটা জানে।'

মাথা ঝাঁকাল নিমো। 'আমরা যতখানি ভেবেছি, নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশি জানে ও।'

'হ্যাঁ। *অ্যানশেন্ট পেট*-টা কি, হয়তো তা-ও জানে। ওর বাবা বলেছেন ওকে,' জোসেফ বলল। 'আর ওটাকে ভয় পায় বলেই আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে, কিছু একটা করাবে আমাদেরকে দিয়ে।'

কথাটা মোটেও ভাল লাগল না নিমোর।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে লম্বা চূড়াটার দিকে এগোনোটা যে কি কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগল ওরা। যদিও সঙ্গে দুটো টর্চ আছে, তবুও আলগা পাথরে পা পিছলে মাঝে মাঝেই একে অন্যের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আসল পাহাড়টায় ওঠার সময় পরিশ্রম আরও বেশি হলো। অনেক বেশি বিপজ্জনক। রাস্তা বলতে কিছু নেই। পাহাড়ের গা থেকে বেরোনো পাথর ধরে বেয়ে উঠছে। সেগুলো দেখাও যাচ্ছে না ভাল করে। সবচেয়ে বিপদের কথা, কোথায় যাচ্ছে, অন্ধকারে বুঝতে পারছে না ওরা।

'গুপ্তধনের গুহায় যাবার দরজাটা সত্যি আছে কি না, আর থাকলেও সেটা চূড়ায় নাকি তার নিচে, কি করে জানব?' জোসেফের পাশপাশি চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল রোডা। জোসেফের হাতে একটা টর্চ।

'জানি না,' জোসেফ বলল। 'তবে যুক্তি বলে, ওপরেই হবে।'

'কেন?' জানতে চাইল কারিনা। নিমোর পাশে থেকে গলদঘর্ম হয়ে চলছে ও। আরেকটা টর্চ নিমোর হাতে।

'কারণ আমাদের আর শুকতারার মাঝখানে আরেকটা চূড়া আছে, যেটার কারণে নিচ থেকে গ্রহটা দেখতে পাব না,' বুঝিয়ে বলল জোসেফ। 'আমরা চূড়ার কাছাকাছি গেলেই শুধু দেখতে পাব। চূড়ার গায়ে পরিষ্কারভাবে আলো ফেলতে দেখব শুকতারাকে।'

'এই কঠিন রাস্তা দিয়ে রিয়া একা একা যেতে পেরেছে বিশ্বাস হতে চায় না,' গ্র্যাহাম বলল।

'কিন্তু তুমি বোঝনি কেন?' অভিযোগের সুরে বলল রোডা। 'ও তোমার কাজিন। দুজনে তো দেখতাম সারাক্ষণ ফিসফাস করতে।'

'আমি রিয়াকে ভালমত চিনিই না,' গ্র্যাহাম জবাব দিল। 'সবে এসেছে আমাদের শহরে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, যত যা-ই ঘটুক, তোমার ভাগ তুমি পেয়েই যাবে,' রোডা বলল।

'আহ্, থামো তো,' বাধা দিল নিমো। 'এখন তো ও আমাদের সঙ্গে আছে। আর একসঙ্গেই কাজও করতে হবে।' একটু থেমে বলল, 'রিয়া এই পথে একা যাওয়ার চেষ্টা করলে বিপদে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

চূড়াটা এতই সরু, যতটা না লম্বা, দেখে তারচেয়ে বেশি লম্বা মনে হয়। এক ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর চূড়ার কাছাকাছি উঠে এল ওরা। চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। একটা সমতল পাথুরে জায়গা চোখে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে তাকের মত হয়ে আছে। জায়গাটা মসৃণ, বর্গাকার, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশ ফুট করে হবে। তাকে উঠে কিছুটা অবাক হয়েই পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ওরা।

সবাই নিশ্চিত, এটাই সেই জায়গা যেখানে আসতে চেয়েছিল ওরা।

চারকোণা তাকের মাঝখানে রয়েছে মসৃণ একটা চ্যাপ্টা বড় পাথর। তার ওপর বসানো কিনার থেকে কয়েক ইঞ্চি ছোট আরেকটা একই রকম চ্যাপ্টা গোল পাথর। পাথরটার ঠিক মাঝখানে একটা গোল বৃত্ত, পালিশ করে চকচকে আয়নার মত করে ফেলা হয়েছে। তার মাঝখানে ফেলে রাখা হয়েছে আরেকটা ছোট পাথর। অন্য দুটো গোল পাথরের সঙ্গে মিল নেই এটার। গভীর মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখ তুলে শুকতারার দিকে তাকাল জোসেফ। পুব আকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওটা।

'বৃত্তের মাঝখানটা কি রকম চকচকে দেখেছ?' আনমনে বিড়বিড় করল ও। 'যদি আমার ধারণা ভুল হয়ে না থাকে, এটাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে প্রতিচ্ছায়া পড়বে চূড়ার নিচে পাহাড়ের দেয়ালে।'

'তুমি বলতে চাও, ছোট ওই পাথরটা সরালেই পড়বে?' নিমো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'তুমি ভাবছ রিয়াই ওই পাথরটা এনে ওখানে রেখেছে?' রোডার প্রশ্ন।

'তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার,' জোসেফ বলল। 'হাজার হাজার বছর আগে তাকের ওপর খোদাই করা হয়েছিল এই পাথরগুলো। বৃত্তটা তৈরি করা হয়েছিল। এখন ছোট পাথরটা অন্যখান থেকে এনে রাখা হয়েছে যাতে ছায়া বিঘ্নিত হয়।'

'তাহলে সরিয়ে দেখা যাক কি ঘটে,' কারিনা বলল।

বৃত্ত থেকে পাথরটা তুলে সরিয়ে রাখল জোসেফ। সঙ্গে সঙ্গে শুকতারার আলো প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে পড়ল পাহাড়ের গায়ে—নিখুঁত গোল একটা বৃত্তের প্রতিচ্ছায়া তৈরি করল।

মুহূর্ত পরেই শোনা গেল শব্দ।

এতটাই চমকে গেল ওরা, ভয়ে পিছিয়ে এসে আরেকটু হলেই তাকের কিনার দিয়ে নিচে পড়ে যেত।

পাহাড়ের দেয়ালের গায়ে ঘড়ঘড় আর গোঙানির মত শব্দ হচ্ছে।

ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে একটা রহস্যময় দরজা। দরজাটা গোল। পাহাড়ের দেয়ালে আলোর প্রতিচ্ছায়াটা যতখানি, দরজাটা ঠিক তত বড়। গোল একটা পুরু চাকতি একপাশে সরে গিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে ঢুকে যাচ্ছে। মাঝখানে বেরিয়ে পড়ছে গোল একটা ফোকর।

দরজা পুরো খুলে গেলে সবার আগে এগিয়ে গেল জোসেফ। পা রাখল ভিতরে, উঁকি দিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই তুলনায় বাইরে বরং অনেক আলো। টর্চের আলো ফেলল ও। একটা সরু সুড়ঙ্গ। খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে, পর্বতের পেটের গভীরে কোথায় কে জানে। টর্চের আলো এত নিচে পৌঁছাচ্ছে না।

'সুড়ঙ্গটা অনেক নিচে নেমে গেছে,' বলল পাশে দাঁড়ানো নিমো। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকাল জোসেফ।

'ভাবছি, রিয়া এখন ওখানে থাকতে পারে!' গ্র্যাহাম বলল।

'কিংবা নামার পর উঠে এসে চলেও যেতে পারে,' জোসেফ বলল। 'ও ঠিক কখন এসেছে আমরা জানি না। আমরা ঘুমানোর সাথে সাথে রওনা হয়ে থাকলে সেটা অনেকক্ষণ আগের কথা।'

চাঁদি চুলকাল গ্র্যাহাম। 'কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'ভিতরে কি ঢুকব আমরা?' ভয় পাচ্ছে কারিনা।

'এসে দরজা থেকেই ফিরে যাওয়ার জন্য এত কষ্ট করে এখানে আসিনি,' রোডা বলল। প্রথমে জোসেফ, তারপর নিমোর দিকে তাকাল। 'তবে তোমরা যদি আমাকে এখানে থেকে পাহারা দিতে বলো, রাজি আছি।'

'ভীতু কোথাকার,' ফিসফিস করে বলল কারিনা।

'কাকে ভীতু বলছ?' রেগে উঠল রোডা।

'আমাদের দুজনকেই,' কারিনা বলল। 'আমি এখানে থেকে তোমার সঙ্গে পাহারা দিতে চাই। কে জানে? আমরা ঢুকলেই হয়তো দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'এটা অবশ্য ঠিক। সবার একসঙ্গে ঢোকাটা হয়তো বোকামিই হয়ে যাবে।'

'আবার আলাদা হওয়াটাও বোকামি হয়ে যেতে পারে,' নিমো বলল। 'তবে আমি বলব, সবাই একসঙ্গে থাকাটাই ভাল।'

'আমাকে বিশ্বাস করো না, সেজন্যই সঙ্গে রাখতে চাইছ?' গ্র্যাহামের প্রশ্ন।

'বিশ্বাস করি না এ কথা তো কখনও বলিনি,' নিমো জবাব দিল। যদিও কথাটা ভেবেছে ও।

'যদি যেতেই হয়, দেরি করে লাভ নেই,' জোসেফ বলল। 'এই সিঁড়িগুলো কোথায় নেমেছে দেখতে চাই আমি।'

রোডা উত্তেজিত। 'নিশ্চয় গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল নিমো, 'এ ছাড়া আর কোনখানে নেবে?'

চার

সুড়ঙ্গের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নামাটা খুব কঠিন হলো ওদের জন্য। ধাপগুলো খুব খাড়া, আর সামনের দিকে নিচু, পা রাখলেই ভয়, এই বুঝি পিছলে পড়ল। তা ছাড়া যতই গভীরে নামছে, ভেজা ভেজা হয়ে আসছে ধাপগুলো। শীঘ্রি আরও বেড়ে গেল ভেজার পরিমাণ।

এক সময় শেষ হয়ে এল সিঁড়ির ধাপ। কালো পানি দেখা গেল। একটা পাথুরে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। দুই পাশেই পানি। টর্চের আলো ফেলেও তার তল দেখা গেল না। এমনকি সীমানাও চোখে পড়ল না। তাকালে গা শিরশির করে। মনে হয় কোন অজানা দানব লুকিয়ে রয়েছে ওই পানির গভীরে। পা নামালেই টেনে ধরবে।

ঝুঁকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে নাকের কাছে ধরল রোডা।

'সাধারণ পানি,' বলল ও। 'তবে একটা হালকা গন্ধ মিশে আছে। কিসের গন্ধ বুঝতে পারছি না।'

এক পা পিছিয়ে এল কারিনা। 'ওটাকে নাড়াচাড়া করা ঠিক হচ্ছে না।'

'পানি আর কি ক্ষতি করবে,' রোডা বলল। যদিও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে এল।

'যদি না অ্যানশেণ্ট পেটটা ঘুমিয়ে থাকে ওই পানির নিচে,' জোসেফ বলল।

ওর দিকে তাকাল নিমো। 'তোমার ধারণা এখানেই আছে?'

চারপাশে তাকাল জোসেফ। 'যদি ওরকম কিছু সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে এখানেই আশপাশে কোথাও আছে। যতটা সম্ভব বিরক্ত না করে থাকতে পারলে ভাল।'

'রিয়ার জন্য ভয় লাগছে আমার,' গ্র্যাহামের কণ্ঠে আন্তরিক উদ্বেগ। 'নাম ধরে ডেকে দেখা যেতে পারে।'

'উঁহুঁ, ওই কাজও কোরো না,' তাড়াতাড়ি নিষেধ করল জোসেফ। ওর শংকার কারণ বোঝা গেল। অ্যানশেণ্ট পেটটা যদি থাকে, ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যেতে পারে ওটার।

এগিয়ে চলল ওরা। বুঝতে পারছে, বিশাল এক গুহায় ঢুকেছে। অতিরিক্ত অন্ধকার। কথা বলছে ফিসফিস করে, গুহার ছাতটা এতই উঁচুতে, কথার শব্দ প্রতিধ্বনি না তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে ওপর দিকে গিয়ে। বিশাল কোন কিছুর অস্তিত্ব যেন ঝুলে রয়েছে বাতাসে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না ওরা, শুনতেও পাচ্ছে না। মাটির ভেজা ভেজা ভাবটা সবখানেই রয়েছে।

এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ, ওদের মনে হলো, দূরে একটা আলোর ঝিলিক দেখল। তবে পিছনে, সামনে নয়। দাঁড়িয়ে গেল সবাই।

'টর্চের আলো হতে পারে,' নিমো বলল।

'রিয়া,' একমত হলো জোসেফ।

আলোটা নিভে গেছে।

'আমাদের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে হয়তো রিয়া,' রোডা বলল। 'গুপ্তধন নিয়ে পালাচ্ছে।'

'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলে মরব,' কারিনা বলল।

'ও আমাদের ক্ষতি করবে না,' বলল গ্র্যাহাম।

'তোমার বোন রিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলেছে,' রোডা বলল।

'যদি ফিরেই যায়, যাক,' নিমো বলল। 'বরং নিরাপদে থাকুক। ওর পিছু নেয়ার দরকার নেই আমাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' জোসেফ বলল। 'তবে এতদূর যখন এসেছি, গুহার ভিতর কি আছে না দেখে যাব না।'

আবার এগোল ওরা। সামনে মস্ত কিছু একটার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। একটা শব্দও শোনা যাচ্ছে, প্রথমে খুব মৃদুভাবে, তারপর বাড়ল। মনে হলো যেন বিশাল কোনও জীব ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে।

থেমে গেল ওরা।

ভারি নিঃশ্বাসের শব্দটা ভীতিকর।

অনেক, অনেক বড় একটা ফুসফুস থেকে বেরোচ্ছে।

'কি ওটা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রোডা।

'বিশাল কোন কিছু,' ফিসফিস করেই জবাব দিল নিমো, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'বড় এবং প্রাচীন,' জোসেফ বলল।

'অ্যানশেন্ট পেট?' কারিনার প্রশ্ন।

'হতে পারে।'

'এখনই ফিরে যাওয়া উচিত,' কারিনা বলল।

'গুপ্তধনের দরকার নেই আমাদের,' বলল রোডা।

নিমো বা জোসেফ কিছু বলার আগেই গ্র্যাহাম বলে উঠল, 'নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে তো ঘুমাচ্ছে মনে হচ্ছে। ওটার পাশ ঘুরে যেতে পারব।'

'কিন্তু যাওয়ার সময় যদি জেগে যায়,' নিমো বলল, 'মেরে ফেলবে আমাদের।'

'ঝুঁকিটা নিতে চাই আমি,' গ্র্যাহাম বলল।

'কিন্তু কতবড় ঝুঁকি কিছুই জানো না তুমি,' নিমো বলল। 'প্রাণীটা কি, তা-ও জানো না।'

'টর্চ জ্বেলে দেখো,' কারিনা বলল।

একসঙ্গে বলে উঠল সবাই, 'না না!'

রোডা বলল, 'গরমটা টের পাচ্ছ? বাড়ছে।'

'*বাট বিওয়্যার দা এনশেন্ট পেট,*' কবিতাটার কথা মনে করিয়ে দিল জোসেফ। '*দা ফায়ার দ্যাট বার্নস ইয়েট।*' তারপর বলল, 'শব্দটা যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখো ভাল করে, একটা লাল আভা দেখতে পাবে। পাচ্ছ?'

তাকাল নিমো। 'হ্যাঁ, পাচ্ছি। আগুনের মত কিছু।'

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কথা না বলে,' অস্থির হয়ে উঠল কারিনা, 'কিছু একটা করা দরকার আমাদের। হয় ফিরে যাই, চলো, নয়তো সামনে এগোই। আমি ফিরে যাওয়ার পক্ষে।'

'আমি যাব না,' সাফ জানিয়ে দিল গ্র্যাহাম।

'তুমি আমাদেরকে তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করছ,' গ্র্যাহামকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'কোথায় করলাম?'

'মেয়েদের সামনে যাওয়ার কথা বলছ, জানো, লজ্জায় আমরা না বলতে পারব না, এটাই তো চাপাচাপি,' জোসেফ বলল।

'আমি কিছু মনে করব না,' কারিনা বলল।

'শোনো,' নিমো বলল, 'ওটার পাশ ঘুরে যাওয়ার জায়গা আছে কি না, দেখে আসি চলো। পুরো গুহা জুড়ে যদি পড়ে থাকে, কিছুই করার থাকবে না আমাদের। গ্র্যাহাম, তুমি নিশ্চয় ওটার গায়ের ওপর দিয়ে যেতে চাও না।'

সামনে পড়ে থাকা জীবটার বাঁ পাশ দিয়ে এগোল ওরা। কিছুটা এগোনোর পর বুঝল, যতটা অনুমান করেছিল, গুহাটা তারচেয়ে বেশি চওড়া। এখন ওটা ওদের ডানে রয়েছে। ভারি নিঃশ্বাসের শব্দটা ভাল লাগছে না ওদের।

'আবার ওটার পাশ দিয়ে ফিরে যেতে হবে আমাদের,' কারিনা বলল।

'এটাই হয়তো সেই অ্যানশেন্ট পেট, যে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে,' জোসেফ বলল। 'শেষ লাইনের আগের লাইনটা মনে করো : *শি হু রিমেম্বার ওল্ড ডেটস।*'

'সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে,' জোসেফ বলল, 'গুপ্তধন আমরা খুঁজে পেলেও তাতে হাত লাগাতে পারব না।'

'এত অন্ধকারে কিছু খুঁজেই পাব না আমরা,' রোডা বলল।

'কেবল আমাদের মৃত্যু বাদে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কারিনা।

তবে রোডা ভুল করেছে। ঘুমন্ত জীবটার পাশ কাটানোর একটু পরেই সরু হয়ে এল গুহাটা। আরেকটা গুহায় ঢুকল ওরা। ছোটখাট একটা

জিমনেজিয়ামের সমান। টর্চের আলো ফেলে চারপাশটা দেখতে গিয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল সবাই। বিস্ময়ে বুকের দুরুদুরু বেড়ে গেল।

সারাটা ঘর গুপ্তধনে ভর্তি।

সোনার মোহর আর সোনার বার স্তূপ হয়ে আছে পাহাড়ের মত, গুহার ছাত ছুঁয়েছে। রত্ন রয়েছে রাশি রাশি, রংধনুর সমস্ত রঙের। মুক্তো আছে, সোনার সুতোয় গাঁথা; সেগুলো হয় ঝোলানো রয়েছে নয়তো পেঁচানো রয়েছে সবুজ রঙের জেইড পাথর আর হাতির দাঁতে তৈরি মূর্তির গায়ে। এত বেশি আছে, সাত রাজার ধন বললেও অনেক কম বলা হবে।

একটা জিনিস লক্ষ করার মত। ঘরের মাঝখানে দুটো রূপার বেদিতে রাখা লম্বা স্ফটিককে ঘিরে রেখেছে যেন ধনরত্নগুলো। জিনিসগুলো সরু, গোলাকার। মাথাটা চোখা। ওগুলোর কাছে এগোনোর সময় লক্ষ করল, রূপার বেদিতে বিশেষভাবে খাঁজকাটা হয়েছে স্ফটিকগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য।

খাঁজ আছে চারটে, স্ফটিক আছে দুটো।

অন্ধকারে জোসেফের মোলায়েম কণ্ঠ শোনা গেল, '*দেয়ার লাই দা জুয়েলস দ্যাট স্পিক ইন ড্রিমস/দা ক্রিস্টাল দ্যাট উইসপার ওয়ার্ডস দ্যাট আর মোর দ্যান দে সিম।*'

'ক্রিস্টাল মানে স্ফটিক, আর দুটো স্ফটিক নিখোঁজ,' রোডা বলল।

'রিয়ার পক্ষে নেয়া সম্ভব না,' তাড়াতাড়ি গ্র্যাহাম বলল।

'তাই?' নিমো বলল। 'এখান থেকে দুটো স্ফটিক যে খুলে নেয়া হয়েছে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আর তুমি বলছ ওকে তুমি ভালমত চেনোই না।'

'নকশার সাঙ্কেতিক মেসেজ বলছে এখানকার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস ওই স্ফটিক দুটো,' জোসেফ বলল।

'তাহলে সবগুলো নিয়ে গেল না কেন?' গ্র্যাহামের প্রশ্ন।

'দুটো নিয়েই পর্বতের ঢাল বেয়ে নামা কঠিন ওর জন্য,' জোসেফ বলল। 'ও নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছে। আমার ধারণা, যতখানি বহন করতে পেরেছে ততখানিই নিয়েছে।'

অন্য ধনরত্নগুলো দেখাল কারিনা। 'কিন্তু এখানে এত বেশি রত্ন আর সোনা আছে, এতসব মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে দুটো সাধারণ স্ফটিক নিল কেন? তবে ওগুলো দিয়ে কি হবে আমরা জানি না।'

'হয়তো রিয়া জানে,' নিমো বলল। 'হয়তো ওর বাবা ওকে এমন অনেক কিছুই বলে গেছেন, যা আমাদেরকে বলেনি ও।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তাই না, গ্র্যাহাম?'

কিছুক্ষণের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলল যেন গ্র্যাহাম। তারপর বলল, 'এ সব কথা ও আমাকে কিচ্ছু বলেনি।'

'তাহলে ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলো কেন?' রেগে উঠল রোডা।

'ও আমার কাজিন!' গ্র্যাহামও পাল্টা জবাব দিল। 'তোমার পরিবারের লোক হলে তুমি কি করতে, তার পক্ষ নিতে না?'

'আমি নিতাম,' জোসেফ বলল।

'আমরা তোমাকে দোষারোপ করছি না, গ্র্যাহাম,' নিমো বলল। 'আমরা শুধু বোঝার চেষ্টা করছি, এরপর কি করব।'

'আমি বলি, বাকি দুটো স্ফটিকও নিয়ে যাই আমরা,' রোডা বলল। 'আর পকেট ভর্তি করে যতটা পারা যায় হীরা, পান্না, চুনি, এ সব নেব।'

'কিন্তু ওই দৈত্যটার কি হবে?' কারিনার প্রশ্ন।

মুখ বাঁকাল রোডা। 'হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে ওখানে ওভাবে পড়ে আছে ওটা। এ সব সম্পদ দিয়ে এতদিন যখন কিছু করেনি, এখনও এগুলো ছাড়াই চলবে।'

'না,' নিমো বলল। 'ওই জীবটার সম্পর্কে কোন কিছুই জানি না আমরা। ওটাই হয়তো এ সব ধনরত্নের মালিক।'

'জীবটা একটা মেয়ে,' জোসেফ বলল। 'কারণ মেসেজে *শি* বলেছে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না,' নিমো বলল। 'এখান থেকে এ সব জিনিস আমাদের নিয়ে যাওয়া মানে চুরি করা।'

'কোনও জানোয়ারের কাছ থেকে জিনিস নিলে সেটাকে চুরি বলা যায় না,' রোডা বলল। 'নিশ্চয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন জিনিসের ওপর ওদের কোন অধিকার নেই।'

'শুধু কয়েকটা পান্না নিলে আর কি হবে?' কারিনা বলল। 'এই সবুজ পাথরগুলো আমার ভীষণ পছন্দ। এত পাথর থেকে দু'চারটা নিলে কিচ্ছু হবে না!'

'তোমাদের যা ইচ্ছে করো, আমি কিছুই বলব না,' নিমো বলল। 'তবে নেয়াটা আমার পছন্দ না, কাজটা অন্যায় হবে। এখানে এসে যদি ওই ঘুমন্ত দৈত্যটাকে না দেখতাম, তাহলে হয়তো অন্যরকম ভাবতাম। এখন তো আমার মনে হচ্ছে ঢোকাটাই ঠিক হয়নি, বেআইনীভাবে বিনা অনুমতিতে ঢুকেছি আমরা।'

'আমার অবশ্য ততটা খারাপ লাগছে না,' জোসেফ বলল। স্ফটিকগুলোর আরও কাছে এগোল ও। কাছে থেকে ভাল করে দেখে ভ্রূকুটি করল। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

'কি?' জানতে চাইল গ্র্যাহাম।

'এগুলো সাধারণ সিলিকার তৈরি,' জোসেফ বলল। 'একেবারেই মূল্যহীন, অন্তত ঘরের এত এত দামি জিনিসের মধ্যে। অথচ রূপার বেদিতে রাখা হয়েছে এগুলোকে, সাঙ্কেতিক মেসেজে বলেছে অমূল্য, হয়তো অলৌকিক ক্ষমতাও আছে।'

'অলৌকিক ক্ষমতাওয়ালা জিনিস নিয়ে অতীতে বিপদে পড়েছি আমরা,' কারিনা বলল। 'অন্তত সৌভাগ্য বয়ে আনেনি।'

'শুধু একটা নেব,' হাত বাড়াল রোডা।

'থামো!' জোসেফ বলল। বাধা দিতে গেল রোডাকে।

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। একটা স্ফটিক হাতে তুলে নিয়েছে রোডা।

সবার উদ্বেগ দেখে হাসল ও। 'তোমাদের কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে এটা কোন মারাত্মক অস্ত্র।'

তবে জিনিসটা যে জরুরি কিছু, এক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল।

ওদের পিছনে নড়েচড়ে ওঠল ঘুমন্ত দানবটা।

পাঁচ

পরিবর্তনটা টের পাওয়া গেল জীবটার নিঃশ্বাসের শব্দে। ধীর লয়ে ভারি হয়ে পড়ছিল এতক্ষণ, সেটা কেমন খসখসে হয়ে উঠল—যেন মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে দৈত্যটার। ঘুম ভেঙে যাচ্ছে মনে হলো। তাড়াতাড়ি স্ফটিকটা নামিয়ে রেখে প্যান্টে ডলে হাতের ঘাম মুছল রোডা।

'আমি শুধু এটা হাতে নিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম,' তাড়াতাড়ি বলল ও।

তাড়াহুড়া করে গুপ্তধনের ঘর থেকে বেরোনোর দরজাটায় এসে দাঁড়াল জোসেফ। অন্ধকারে তাকাল। ওর পাশে এসে দাঁড়াল জোসেফ।

'কি হচ্ছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি না,' জোসেফ বলল। 'তবে যে মুহূর্তে স্ফটিকটা হাতে নিল রোডা, সেই মুহূর্তে দৈত্যটার নড়েচড়ে ওঠাটা বড় বেশি কাকতালীয় মনে হচ্ছে আমার আমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমি এখন একমত, নিমো। এখান থেকে কোন কিছু সরানোর চেষ্টাটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু না।'

'অল্প কয়েকটা হীরা নিলে নিশ্চয় কিছু মনে করবে না ওটা,' ওদের পিছন থেকে রোডা বলল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্যদের কাছে ফিরে এল নিমো। রোডার দিকে একটা আঙুল তুলল। 'এখান থেকে কিছু নেবার কথা মনেও এনো না। কারিনা, গ্র্যাহাম, তোমরা রোডার হাতের দিকে কড়া নজর রাখো।'

কথাটা গায়ে লাগল রোডার। 'তোমাদের না দেখিয়ে চুরি করে কিছু করব না আমি।'

ওদের কাছে ফিরে এল জোসেফ। 'আমরা আসলে সত্যি কথাটা বোঝার চেষ্টা করছি।' একটু থামল ও। কিছু দূরে অন্য ঘরে শব্দ শুনে মনে হলো দৈত্যটা আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। জোসেফ বলল, 'এই সুযোগে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাক।'

রত্নগুলোর দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না কারিনা। 'এত জিনিস দেখেও কিছু না নিয়ে যেতে খারাপ লাগছে।'

দুই হাত কোমরে রেখে দাঁড়াল রোডা। 'কে কার ওপর নজর রাখে? কারিনাকে একটা পান্না পকেটে ভরে ফেলতে দেখলাম।'

'মিথ্যে কথা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কারিনা। তারপর ডান হাতের মুঠো খুলল। 'এই পাথরটা আমি দেখার জন্য হাতে নিয়েছিলাম। পকেটে ঢোকাইনি, নেয়ারও ইচ্ছে নেই।'

'তাহলে যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দাও। তারপর চলো এখান থেকে চলে যাই,' নিমো বলল।

স্ফটিকগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্রাইস। 'এগুলো কি কাজ করে জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

খপ করে ওর হাত চেপে ধরে বাকি সবার সঙ্গে দরজার দিকে নিয়ে চলল রোডা। 'আরেকবার যদি জন্মাও কোনদিন, তখন জেনো।'

বড় গুহাটায় ফিরে এল ওরা। প্রথমে সব কিছু ঠিকঠাকই মনে হলো। মস্ত দৈত্যটা আগের মতই ঘুমোচ্ছে। দ্রুত ফিরে চলল ওরা। প্রথমে কালো পানির কাছে পৌঁছতে হবে। জোসেফের হাতে একটা কম্পাস। অন্ধকারে পথ হারালে যাতে ওটা দেখে চিনতে পারে।

'ভালই হলো, একজনের অন্তত পথ খুঁজে বের করার উপায় জানা আছে,' জোসেফের প্রশংসা করল নিমো। 'সারাজীবন এখানে আটকে থাকব, এটা ভাবতেও পারছি না।'

'দরজাটা খোলা আছে কি না এখনও জানি না আমরা,' রোডা বলল।

'রিয়া বন্ধ করে দিয়ে যাবে না,' গ্র্যাহাম বলল।

'আমরা যে আছি, ও কি জানে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল নিমো। 'না জেনেই হয়তো যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়ে গেছে।'

'কিংবা সূর্য ওঠার পর আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে দরজাটা,' জোসেফ বলল।

লম্বা সিঁড়িটা বেয়ে উঠে চলল ওরা। নামার চেয়ে ওঠাটা কঠিন হলো। হাঁপানো শুরু করল। এত বেশি ঘামতে আরম্ভ করেছে নিমো, একটু পর পরই বোতল বের করে পানি খেতে লাগল। অর্ধেক সিঁড়ি উঠতে না উঠতেই বোতলের পানি সব শেষ করে ফেলল। সিঁড়ির পিচ্ছিল ধাপ, সে-হলো আরেক সমস্যা। পিছলে পড়া থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক থাকতে হচ্ছে, পরিশ্রমও বাড়ল তাতে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সামনে আলোর আভা চোখে পড়ল। বুঝতে অসুবিধে হলো না খোলা ফোকরটা দিয়ে দিনের আলো আসছে, আকাশ দেখতে পাচ্ছে।

'তিন ঘণ্টা ধরে এই গুহার ভিতরে রয়েছি আমরা,' ঘড়ি দেখে বলল জোসেফ।

'আশ্চর্য!' কারিনা বলল। 'এতটা সময়? বোঝাই যায়নি।'

'সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়ালে মনের ওপর প্রতিক্রিয়া হয়,' জোসেফ বলল। 'খনির শ্রমিকরা প্রায়ই এ সব বলে। মগজের মধ্যে সময় তালগোল পাকিয়ে যায়, একে বলে সময়-বিকৃতি। আর তাতে কখনও মনে হয় সময় খুব দ্রুত চলে গেছে, আবার কখনও মনে হয়, কাটছেই না। এক ঘণ্টা পার হতেই যেন সারাদিন লেগে যাচ্ছে।'

আলো দেখে সামনে এগিয়ে চলেছে ওরা। নতুন উদ্যমে। সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, অভিযানটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি বলে, গুপ্তধনগুলো অন্তত খুঁজে পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দৈত্যটাকে দেখেছে, ওটার পাশ দিয়ে হেঁটেছে, তার পরেও প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরেছে, আর কি চাই? এই প্রথম একটা অভিযানে এসেছে ওরা, যাতে এখন পর্যন্ত কোন বিপদ হয়নি।

আর এটা ভাবতে না ভাবতেই ওপরে দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করল।

সবার পিছনে হাঁটছে জোসেফ আর কারিনা। আগের দিন পাহাড়ে চড়তে গিয়ে যে জখমগুলো হয়েছিল কারিনার, এখনকার পরিশ্রমে সেগুলোর ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল। আর এ কারণে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত

উঠতে পারছে না। ওকে দেখার জন্য জোসেফকেও থামতে হচ্ছে, ফলে ওরও গতি কমে যাচ্ছে। দরজাটা যখন বন্ধ হওয়া শুরু হলো, অন্যদের চেয়ে মিনিটখানেকের পথ পিছনে পড়েছে দুজনে। নিমো বুঝতে পারছে, গ্র্যাহাম, রোডা, আর ও নিজে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু কারিনা আর জোসেফ পারবে না। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকল ওদের, 'তাড়াতাড়ি করো! জলদি এসো!'

সামনের বিপদ শক্তি জোগাল জোসেফ আর কারিনার দেহে।

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা, একেক লাফে দুটো-তিনটে করে ধাপ পেরোচ্ছে।

'আমাদের জন্য থেমো না!' চেঁচিয়ে বলল জোসেফ। 'বেরিয়ে যাও!'

কিন্তু নিমো সেটা করতে চায় না। রোডা আর গ্র্যাহাম দৌড়ে যাচ্ছে দরজাটার দিকে, যেন ওদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে ওটার কাছে পৌঁছানোর ওপর।

'আমি তোমাদের ফেলে যেতে চাই না!' নিচের দিকে তাকিয়ে বলল নিমো।

'দরজার কাছে যাও!' জোসেফ বলল। 'ওটাকে খোলা রাখা যায় কি না দেখো!'

ঠিকই বলেছে ও, নিমো ভাবল। এখানে সিঁড়িতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। বরং দরজার কাছে পৌঁছে, টেনে ধরে বা অন্য কোনভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে ওটা বন্ধ হতে না পারে। আরেকবার দুজনকে তাড়াতাড়ি করতে বলে রোডা আর গ্র্যাহামের পিছনে দৌড় দিল ও।

'দেখো, কোন কিছুর বিনিময়েই থামবে না,' নিমো বলল।

দুপ-দাপ করে দরজার দিকে এগোনোর সময় একটা জিনিস বুঝতে পারল, বাইরে থেকে লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে না ওটা, এক পাশ থেকে পিছলে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, স্লাইডিং ডোরের মত। যেন কোন গুপ্ত ট্রিগার টিপে স্প্রিঙে আটকানো হুড়কো খুলে দেয়া হয়েছে। দরজাটা ধীরে ধীরে সরাতে ওদের বেরোনোর সুযোগ রয়েছে এখনও।

রোডা আর গ্র্যাহামকে বেরিয়ে যেতে দেখল নিমো। বাইরে থেকে দরজার কিনার টেনে ধরে আটকে রাখার চেষ্টা করল দুজনে। কিন্তু দরজার শক্তি ওদের শক্তির চেয়ে বেশি।

'ধরে রাখতে পারছি না!' চেঁচিয়ে বলল রোডা। 'নিমো!'

'দরজার ফাঁকে একটা পাথর ঢুকিয়ে দাও!' চিৎকার করে জবাব দিল নিমো।

'কিন্তু পাথর ঢোকাতে হলে দরজাটা ছেড়ে দিতে হবে!' গ্র্যাহাম বলল। 'আর ছাড়লেই তো বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বন্ধ এমনিতেও হচ্ছে, ধরে আটকাতে পারবে না বেশিক্ষণ!' বিশ ধাপ নিচে থেকে বলল নিমো। 'জলদি পাথর ঢোকাও!'

কিন্তু ছাড়তে চাইল না দুজনের কেউই। জানে, ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে। তারচেয়ে বরং টেনে ধরে রাখতে চায়, যতক্ষণ পারে। নিমো উঠে এলে বেরিয়ে আসার একটা সুযোগ হয়তো পাবে তাতে। দরজার কাছে পৌঁছে গেল নিমো। ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল। বেরিয়ে প্রায় চলে এসেছে, এ সময় শার্টের ঝুল আটকে গেল দরজার কিনারের পাথরে। শেষে নিজেকে মুক্ত করার জন্য শার্টটা খুলে ফেলতে হলো গা থেকে।

শার্ট নিয়ে মাথাব্যথা নেই ওর। মাথাব্যথা ওর দুই বন্ধুকে নিয়ে, জোসেফ আর কারিনা। ভিতরে আটকা পড়েছে ওরা।

দিনের উজ্জ্বল আকাশে শুকতারা দেখা যাচ্ছে না আর। ভীষণ উদ্বিগ্ন আর আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল ও, আগামী ছয় মাস আর জায়গামত শুকতারার আলো পড়বে কি না, খুলবে কি না দরজাটা!

ছয়

অস্থির হয়ে পাথরের তাকটায় পায়চারি করছে নিমো। গ্র্যাহাম আর রোডা চুপ করে বসে রয়েছে ওর পায়ের কাছে। দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে খোলার অনেক চেষ্টা করেছে ওরা। এমন অবস্থা হয়েছে, দেখে মনেই হয় না এখানে কোন দরজা আছে, দেখা যাচ্ছে না কিছু। পাহাড়ের গায়ে ওটার কোন চিহ্নই নেই। শুধু তাই না, ওরা নিজেরা দেখেও আর এখন বলতে পারছে না কোথায় ছিল দরজাটা।

'একটা পাথর আটকে রাখলেই ভাল হতো,' বিড়বিড় করল নিমো।

'কিন্তু সময় তো ছিল না,' কৈফিয়তের সুরে বলল গ্র্যাহাম।

'ওটাকে খোলা রাখার চেষ্টা করতে গিয়েই তো সময়টা নষ্ট করেছ,' পাল্টা জবাব দিল নিমো।

'আহ, থামো না তোমরা,' রোডা বলল। 'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করেছি, নিমো, তুমি ভাল করেই জানো। আমরা যদি টেনে ধরে না রাখতাম, বন্ধ হতে দেরি না করাতাম, তুমিও বেরোতে পারতে না।'

পায়চারি থামিয়ে দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল নিমো।

'তা ঠিক,' বলল ও, 'সরি। তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি।'

উঠে দাঁড়াল গ্র্যাহাম। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'থাক থাক, আমি কিছু মনে করিনি। দোষটা আসলে আমারই। তোমাদেরকে এই বিপদের মধ্যে এনে ফেললাম।'

রোডাও উঠে দাঁড়াল। 'না, তোমারও দোষ নেই। যত দোষ, রিয়ার।'

আশপাশের পাহাড়গুলোকে ভালমত দেখল নিমো। নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল। সূর্য উঠেছে। এত ওপর থেকে স্তব্ধ করে দেয়া দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পর্বতের সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মানসিক অবস্থা নেই এখন নিমোর। জোসেফ আর কারিনা গুহার ভিতরে আটকা পড়েছে, ভয়ঙ্কর এক অচেনা দৈত্যের সঙ্গে। ওদের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না এখন নিমো। হয়তো মাত্র কয়েক ফুট দূরে রয়েছে ওরা। মাঝখানে দুর্ভেদ্য পাহাড়ের দেয়াল বাধা হয়ে আছে। ওদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না এখান থেকে। সাহায্য করারও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

রিয়ারও কোন চিহ্ন নেই।

'ভাবছি, কোথায় গেল ও,' নিমো বলল।

'হয়তো গাড়ির কাছে ফিরে যাচ্ছে,' গ্র্যাহাম বলল।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে স্বীকার করছ ও আমাদের পিঠে ছুরি মেরে গেছে?' রোডা বলল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল গ্র্যাহাম। 'মনে হয়।'

'গাড়িটা ও নিয়ে গেলে,' নিমো বলল, 'শহরে পৌঁছতে আমাদের সারা জীবন লেগে যাবে।'

ভুরু কোঁচকাল রোডা। 'তুমি ফিরে যেতে চাও? জোসেফদের ফেলে?'

তর্ক করার মত মনের অবস্থা নেই নিমোর, তবু বলল, 'আর কোন উপায় আছে?'

'আছে,' রোডা বলল। 'ভিতরে ঢোকার আর কোন পথ আছে কি না, খুঁজে দেখা।'

মাথা নাড়ল গ্র্যাহাম। 'নিমো ঠিকই বলেছে। পথ খোঁজার চেষ্টা করতে গেলে অকারণ সময় নষ্ট করব। গুহাটা পাহাড়ের অনেক গভীরে, আর ভিতরে তো বেরোনোর অন্য কোন সুড়ঙ্গমুখও দেখলাম না।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রোডা। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এভাবে তোমরা হাল ছেড়ে দিতে চাও।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল নিমো, 'আমরা হাল ছাড়ছি না। শহরে গিয়ে এমন কিছু নিয়ে আসতে চাই, গাঁইতি বা ওই জাতীয় কিছু, যেটা দিয়ে

এই পাথর ভেঙে ফেলা যায়। এখানে বসে বসে দুশ্চিন্তাই করতে পারব শুধু, কোন লাভ হবে না।'

'দরজাটা আবার খোলার অন্য কোন ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে,' রোডা বলল। 'আরও কোন উপায়, যা আমরা জানি না।'

'হুঁ, কখন জাদুর বলে খুলবে ওটা, সে-আশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নই আমি,' নিমো বলল।

চাতালের কিনারে গিয়ে নিচে উঁকি দিল গ্র্যাহাম। 'আজকে যদি শহরে পৌঁছাতে চাই, তো এখনই রওনা দিতে হবে আমাদের।'

রোডার কাঁধ চাপড়ে দিল নিমো। 'ওদের আমরা উদ্ধার করবই, চিন্তা কোরো না।'

অদৃশ্য দরজাটা যেখানে রয়েছে, সেদিকে তাকাল রোডা, চোখে অস্বস্তি। বিড়বিড় করে বলল, 'ক্ষুধার্ত হয়ে দৈত্যটা এখন জেগে না উঠলেই হয়!'

গুহার ভিতরের অন্ধকার সিঁড়িতে বসে তখন জোসেফ আর কারিনা ভাবছে, ওর বন্ধুরা এরপর কি করবে, আর ওরাই বা কি করবে। দরজার কাছ থেকে সরতে রাজি নয় কারিনা, কিন্তু জোসেফ বুঝতে পারছে এখানে বসে থেকে লাভ নেই।

'দরজাটা খুলবেই ওরা, বাইরে থেকে কোন কিছু দিয়ে চাড় দিয়েও খুলতে পারে,' কারিনা বলল। 'এখানে বসে অপেক্ষা করতে দোষটা কি?'

'দরজাটা দেখতে কেমন ছিল, ভুলে গেছ তুমি, সেজন্যই চাড় দেয়ার কথা বলছ।'

'কেমন ছিল?'

'পাথরের দেয়ালের মাঝখান থেকে গোল একটা চাকতি এক পাশে সরে গিয়েছিল।'

'অন্ধকারে ভালমত দেখিনি আমরা, তাই কেমন ছিল, ঠিক করে বলা সম্ভব না।'

'কোনমতে বাইরে বেরোতে পারলে চাতালে বসে ভালমত পরীক্ষা করে দেখব। তবে আমার ধারণা, দরজাটা লেগে যাবার পর পুরোপুরি

অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাইরে থেকে কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না আর, লাঠি কিংবা অন্য কিছু ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে খোলার অবস্থা নেই। ওরা আসলে শহরে ফিরে যাবে। রিয়ার আগেই ট্রাকটার কাছে পৌঁছতে চাইবে। খুব তাড়াতাড়ি করলে পারতেও পারে।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'আমি হলে সেটাই করতাম। আর নিমোকেও বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।'

'শহরে গিয়ে নিশ্চয় এমন কিছু জোগাড় করে আনবে যেটা দিয়ে দরজাটা খোলা যায়, তাই না?' আশা জাগল কারিনার কণ্ঠে।

ওকে নিরুৎসাহিত করতে চাইল না জোসেফ, যদিও বুঝতে পারছে, এখান থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব। পাথরের দেয়াল বা দরজা যা-ই হোক, কম করে হলেও তিন-চার ফুট পুরু। ওর মনের কথা বুঝতে না দিয়ে, হেসে, আলতো করে কারিনার হাত চাপড়ে দিয়ে জোসেফ বলল, 'তা তো আনবেই। ওরা জানে, আমরা কোথায় আছি। দেয়াল ভেঙে বের করবেই আমাদের।'

'তাহলে এখান থেকে সরব কেন? সরে গেলে, ওরা ফিরে এলে হয়তো আমরা জানতেই পারব না।'

টর্চ আর পানির বোতলটা উঁচু করে ধরল জোসেফ। টর্চের আলো কমে এসেছে, আর পানির বোতলটা খালি।

'বেরোনোর আর কোন পথ থাকলে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব না কেন?' জোসেফ বলল। 'বসে না থেকে এখুনি শুরু করা দরকার। এখনও শক্তি আছে আমাদের গায়ে, কিছুটা ব্যাটারি অবশিষ্ট আছে। নিচে নেমে পানির বোতলগুলোও ভরে নেয়া দরকার।'

'ওই কালো পানির পুকুর থেকে?' কারিনার গলায় অস্বস্তি।

'হ্যাঁ।'

'ওই পানির চেহারা ভাল লাগেনি আমার।'

'কিছু করার নেই,' জোসেফ বলল। 'এই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে গা থেকে পানি শুকিয়ে গেছে আমার। তোমার অবস্থাও নিশ্চয় খুব একটা ভাল না। আরেকটা পথ খুঁজে বের করার জন্য শরীরে শক্তি দরকার আমাদের। ওই পানিই খেতে হবে, খারাপ হোক, ভাল হোক।'

'বেরোনোর অন্য কোন পথ কি সত্যি আছে? কিংবা ঢোকার? সেই পথটার খোঁজ করার কথা ভাববে না নিমোরা?'

'অন্য পথ নিশ্চয় আছে। ভিতর থেকে ওটা খুঁজে বের করা আমাদের জন্য যতটা সহজ হবে, ওদের জন্য সেটা অনেক বেশি কঠিন হবে—হয়তো পুরো পর্বতটাই খুঁজে বেড়াতে হবে ওদের। আমি জানি, ওরাও সেটা বুঝতে পারছে। আর তাই, আমাদেরই আগে কাজ শুরু করা উচিত।'

সিঁড়ির ওপর দিকে তাকিয়ে গুঙিয়ে উঠল কারিনা। দেখা যাচ্ছে নিরেট দেয়াল। ভিতর থেকেও দরজার কোন চিহ্ন চোখে পড়ছে না।

'ভূতুড়ে সেই *দৈত্যের গুহার* কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে,' কারিনা বলল। 'যেটাতে আটকা পড়ে মরতে বসেছিলাম।'

'তবে ওখান থেকেও বেরিয়ে এসেছি আমরা।'

হাসল কারিনা। 'হ্যাঁ। যদিও প্রায় মরতে মরতে।' থেমে, জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এই দৈত্যটা কতকাল ধরে ঘুমোচ্ছে বলো তো? হাজার হাজার বছর?'

'এতকাল কোনও প্রাণী ঘুমাতে পারে বলে জানা নেই আমার। হয়তো মাঝে মাঝে উঠে আড়মোড়া ভাঙে কিংবা সাঁতার কাটে।'

'আর গুপ্তধনগুলো ঘেঁটে দেখে সব ঠিক আছে কি না?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'হয়তো। রিয়া ওই স্ফটিক দুটো না নিয়ে গেলেই ভাল করত। বাকি দুটোর একটা রোডাও হাতে না নিলে ভাল করত।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'এসো। এখানে বসে বসে শুধু কথা বলতে থাকলে কোন কিছু এগোবে না। মারা পড়ব শেষে। তারচেয়ে কাজ করা দরকার। কাজ করলে আমি ভাল থাকি।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল ওরা আবার। তবে খুব ধীরে ধীরে নামছে। তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত জোসেফ যতই উৎসাহ দিক, ভারি বিষণ্নতা চেপে ধরে রেখেছে ওদের। তবে দুজনের কেউই প্রকাশ করল না সেটা। কান খাড়া রেখেছে, পিছন থেকে যে কোনও ধরনের শব্দ শোনার আশায়, যদি হঠাৎ করে দরজাটা খুলে গিয়ে ওদের বেরোনোর পথ করে দেয়।

কিছুক্ষণ পর কালো পানির কিনারে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসল বোতলে পানি নেয়ার জন্য। টর্চের আলোয় কারিনার মুখে ফুটে ওঠা অনিচ্ছা দেখতে পাচ্ছে জোসেফ।

'এ পানি বিষাক্ত হতে পারে,' কারিনা বলল।

'হওয়ার কোন কারণ তো দেখি না। যে প্রাণীটা বাস করে এই গুহায়, তারও বেঁচে থাকার জন্য পানি দরকার; তাহলে ধরে নেয়া যায় এই পানি খারাপ নয়।' পানিতে হাত ছোঁয়াল ও। ভেজা আঙুলগুলো তুলে এনে ঠোঁটে ছোঁয়াল। সাবধানে জিভ বের করে চাটল। 'নাহ্, ঠিকই মনে হচ্ছে।'

'রোডা বলেছিল, গন্ধ আছে?'

ভেজা হাত শুঁকল জোসেফ। 'আছে, তবে ভাল গন্ধ। সত্যি কথা বলতে কি, শহরে যে পানি খাই আমরা, তারচেয়ে ভাল এটা। তবে তোমার যদি ভয় লাগে, আমি আগে খেয়ে দেখি। খেয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দেখব আমার পেট গলে যায় কি না, কিংবা পেট ফুঁড়ে হঠাৎ কোন ভিনগ্রহের প্রাণী বেরিয়ে আসে কি না।'

জোসেফের রসিকতায় মৃদু হাসল কারিনা। 'আমি বরং ভয় পাচ্ছি, তুমিই না দানবে পরিণত হও।'

হাসল জোসেফ। 'হলে আর কি, হাউ-মাউ-খাউ, মানুষের গন্ধ পাউ, বলে তোমাকে খাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

এ সব রসিকতা করে স্নায়ুর উত্তেজনা দূর করার চেষ্টা করছে জোসেফ, বুঝতে পারছে কারিনা।

এতটাই পিপাসা পেয়েছে, পানি না খেয়ে উপায় নেই। যা থাকে কপালে, ভেবে, আঁজলা ভরে পানি তুলে খেতে শুরু করল দুজনে। গায়ে বল পেতে আরম্ভ করল। পানির বোতলগুলোও ভরে নিল ওরা। জোসেফ ঠিকই বলেছে, ভাবল কারিনা, শহরের পানির চেয়ে এই পানির স্বাদ অনেক ভাল।

পানি খেয়ে, পাথুরে রাস্তাটা ধরে আবার দৈত্যের গুহার দিকে এগোল ওরা।

'রাস্তা খুঁজে বের করতে হলে গুহার আনাচে-কানাচে কোন জায়গা বাদ দেয়া চলবে না,' জোসেফ বলল।

'ব্যাটারি আর কতক্ষণ টিকবে?' জানতে চাইল কারিনা।

'এখানে আসার আগেই তো কমে এসেছিল, ঠিক কতক্ষণ টিকবে বলা যায় না। তাজা ব্যাটারি পেলে ভাল হতো। যাই হোক, আমাদের ভাগ্য ভাল হলে মিটমিট করেও অন্তত আরও ঘণ্টা তিনেক টিকতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার দরজাটার দিকে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। সিঁড়িটার গোড়ায় পৌঁছতে পারলেও হয়। অন্ধকারে এখানে ঘোরাঘুরি করতে থাকলে পথ হারাতে দশ মিনিটও লাগবে না।'

'দৈত্যটার গায়ে গিয়ে পড়ার চেয়ে হারিয়ে যাওয়াও ভাল।'

'গায়ে পড়ব না, ওটার নিঃশ্বাসের শব্দ থেকে দূরে থাকলেই হবে।'

শব্দের কথা বলাতে হঠাৎ খেয়াল করল ওরা, দৈত্যটার নিঃশ্বাসের শব্দ আবার জোরাল হচ্ছে।

সাত

কোন সে-কারণ এটাকে আবার জাগিয়ে তুলছে বুঝতে পারছে না ওরা। হয়তো ওটার জেগে ওঠার সময় হয়েছে। কিংবা অবশেষে ওদের গন্ধ পেয়েছে, অথবা শব্দ শুনেছে। প্রথমে দানবটার কাশি শোনা গেল। তারপর মৃদু লাল আলোর আভা যেটা ঘিরে রেখেছিল ওটাকে, হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। ভূতুড়ে আলোয় দেখা গেল মস্ত একটা দেহ ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ওটা দেখতে কেমন সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও।

জোসেফের হাত আঁকড়ে ধরল কারিনা। ফিসফিস করে বলল, 'আলো নিভাও!'

'নিভিয়েই তো রেখেছি!' জোসেফ বলল।

'আমাদেরকে দেখেছে?'

'জানি না।'

'কি করছে?'

'ঘুম থেকে উঠছে।'

'আমরা কি করব?'

'কিছুই না,' জোসেফ বলল।

'কিন্তু কিছু একটা তো করা উচিত!'

'না। যদি যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে দৌড়ে ফিরে যেতে চাই, শব্দ হবে।'

'তাহলে হেঁটে যাই,' কারিনা বলল।

'উঁহুঁ। আগে দেখতে চাই ওটা কি করে।'

'এখানে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে!'

'আমরা ধরেই নিচ্ছি ওটা বিপজ্জনক। ভাল স্বভাবেরও তো হতে পারে। শান্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কান পেতে শুনে বোঝার চেষ্টা করি, কি করে।'

আর আলো জ্বলল না। প্রাণীটার নড়াচড়া বোঝার জন্য শুধু কানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওটা, গুপ্তধনের ঘরের দিকে।

'ওখানে যাচ্ছে,' ভয়ে ভয়ে বলল কারিনা। 'যখন দেখবে দুটো স্ফটিক নেই, চুরি হয়ে গেছে, রেগে আগুন হয়ে যাবে।'

ধীরে ধীরে পিছাতে আরম্ভ করল জোসেফ। 'তা ঠিক। এখান থেকে সরে পড়াই ভাল।'

গর্জনটা শোনা গেল এক মিনিট পর। আর কি কারণে গর্জন করছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। গুপ্তধনের ঘরে ঢুকেছে দৈত্যটা, ও ঘুমিয়ে থাকার সময় যে চোর ঢুকেছে, বুঝে ফেলেছে। কালো গুহাটার ভিতর ওটার গর্জনের প্রতিধ্বনির ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন, তবে মনে হলো বজ্রের ভারি গুড়ুগুড়ু শব্দ বদ্ধ জায়গায় ফেটে পড়ছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা, শব্দটা এখন ওদের দিকে এগোচ্ছে।

'ওটা বুঝে গেছে, চোর এসেছে এ পথেই,' জোসেফ বলল।

'তাতে আর কিছু এসে যায় না এখন,' চেঁচিয়ে বলল কারিনা। 'চলো, পালাই।'

সুতরাং দৌড় দিল ওরা। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছার জন্য প্রাণপণে ছুটল। কিন্তু দৈত্যটা ওদের চেয়ে অন্তত পঞ্চাশ গুণ বড়, আর ছুটতেও পারে অনেক বেশি জোরে। ভয়ানক গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। বদ্ধ জায়গার বাতাসে যেন ঘূর্ণি উঠেছে। যাতে হোঁচট খেয়ে না পড়ে সেজন্য পরস্পরের হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে ওরা।

শীঘ্রি বুঝতে পারল জোসেফ, দানবটার আগে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতে পারবে না। ওদের আগেই ওটা চলে এসে ভর্তা বানাবে ওদের।

ঠিক সামনেই রয়েছে কালো পানির পুকুরটা। ছুটতে ছুটতে ওটার দিকে ইশারা করল জোসেফ।

দৈত্যের গর্জনকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, 'পানিতে ঝাঁপ দিতে হবে!'

'কি?'

'ওখানে। পানিতে।'

'না। মরে যাব।'

'এমনিতেও মারা যাব, সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছানোর আগেই।' কারিনার হাতে আঙুলের চাপ শক্ত হলো ওর। 'লাফ দাও!'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল কারিনা।

কিন্তু ততক্ষণে ওরা শূন্যে লাফ দিয়েছে। প্রায় উড়ে চলেছে কালো পানির দিকে।

বুঝতে পারল, ঠিক কাজটাই করেছে।

কারণ ওই মুহূর্তে ওদের পিছন থেকে ধেয়ে এল লাল আগুনের গোলা। তীব্র গতিতে। ওটার আঁচ এত বেশি, চামড়া জ্বালিয়ে দেয়ার মত। পানিতে পড়ার আগে সেই গরম গায়ে লাগল ওদের। তারপর ডুবে যেতে লাগল ঠাণ্ডা কালো পানিতে।

তবে শান্তিটা বেশিক্ষণ রইল না।

পানির ওপর দিয়ে ধেয়ে এল লাল আগুনের গোলা। গরম করে ফেলতে লাগল পানি। দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে যেন দুজনে। পানি বেশি গরম হয়ে গেলে সিদ্ধ হয়ে যাবে। ভেসে উঠল ওরা। পরস্পরের দিকে তাকাল। পানিতে পাশাপাশি ভেসে রয়েছে অসংখ্য বুদবুদের মাঝে। বাষ্প উঠছে। যেন নরক থেকে আসা লাল বাষ্পের মেঘ উড়ছে মাথার মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে। কারিনার হাত চেপে ধরে আবার হ্যাঁচকা টানে পানির নিচে নামিয়ে আনল জোসেফ। পাগলের মত মাথা নাড়ল।

ফোস্কাপড়া লাল আলোয় সেটা দেখতে পেল কারিনা। জোসেফের ইঙ্গিতটা বুঝল।

ওপরে মাথা তুললে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

একটা গোলা মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই আরেকটা গোলা ধেয়ে এল পানির ওপর দিয়ে। আবার বাষ্প উঠল পানি থেকে। ফুটন্ত পানির গরমের আঁচ ওদের গায়েও এসে লাগতে আরম্ভ করেছে। সেটা থেকে বাঁচার জন্য পানির আরও গভীরে নেমে যেতে লাগল ওরা। বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে ফুসফুস। এক পাশে হাত নেড়ে দেখাল জোসেফ। এবারও ওর ইঙ্গিতটা বুঝল কারিনা। এই ফুটন্ত পানির কাছ থেকে যতটা সম্ভব সাঁতরে সরে গিয়ে মাথা তুলতে হবে। কিন্তু জোরে জোরে মাথা নাড়ল কারিনা।

ওপরে ভেসে উঠতে চায় ও।

যদিও জানে, ভাসলে পুড়ে মরতে হবে।

দম রাখতে পারছে না আর।

কিন্তু কিছুতেই ওকে উঠতে দিল না জোসেফ। বুঝতে পারছে, ওই আগুনে-গোলার কাছ থেকে সামান্য দূরেও যদি সরে যেতে পারে, পানি আর তত গরম লাগবে না। জোরে মাথা নেড়ে কারিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ও। এই ধস্তাধস্তিতে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে, তবু হাল ছাড়ল না জোসেফ। ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। পাগল হয়ে গেছে শ্বাস নেয়ার জন্য।

আগুনের তৃতীয় গোলাটা এল না।

ওপরের লাল আলো মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা পানিতে ঢুকে পড়ল ওরা।

ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠতে গেল কারিনা।

হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনল জোসেফ। হাত তুলে পাঁচ আঙুল ছড়াল।

বোঝাতে চাইল, আরও পাঁচ ফুট সরার পর।

ওপরে ভেসে উঠে গরম পানিতে চামড়া পোড়ানোর চেয়ে ফুসফুসকে নির্যাতন করে আরও সরে যাওয়া ভাল। কারিনাকে টেনে নিয়ে চলল ও। তবে শেষ পর্যন্ত আর দম রাখা সম্ভব হলো না, ভেসে উঠতেই হলো। গরম পানিতেই। তবে ফোস্কাপড়া গরম নয় এখানে, সহনীয়। হাঁ করে

জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল দুজনে। মনে হলো নতুন জীবন পেয়েছে। কারিনার মুখে হাত চাপা দিল ও।

'শব্দ কোরো না, আস্তে শ্বাস নাও,' কারিনার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল জোসেফ। 'দৈত্যটা আশেপাশেই আছে।'

পানিতে ভেসে থেকে মাথা ঝাঁকাল কারিনা। কাছাকাছিই পানির ওপরে উড়ছে অদ্ভুত লালচে বাষ্প। তবে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে লাল আভা। যদি আর মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড ধোঁকা দিয়ে প্রাণীটার নজর এড়িয়ে থাকতে পারে, হয়তো বোঝাতে পারবে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রাণীটা যে অন্ধকারে দেখতে পায়, তার কি হবে?

'কোথায় ওটা, বোঝা যাচ্ছে কিছু?' দম নিয়ে কিছুটা সুস্থির হয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল কারিনা।

যেদিক থেকে এসেছে ওরা, সেদিকে দেখাল। 'ওদিকে। মনে হয় সরে গেছে।'

'এখনও গর্জাচ্ছে।'

'খেপে গেছে ভীষণ,' জোসেফ বলল। 'তার বাড়িতে চোর ঢুকেছে, তার জিনিস চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কালো পাথরের রাস্তাটার কথা বলল কারিনা, যেটার দুই পাশে পানি। 'ওখানে যেতে পারলে হয়তো দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারব।'

'উঁহুঁ, দৌড়ালে শব্দ হবে। পা টিপে টিপে যাব, যাতে শব্দ না হয়।'

মস্ত গুহাটায় যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দানবটা, গর্জন করছে, নিঃশব্দে ওরা তখন পানি থেকে রাস্তাটায় উঠে এল। গা ভিজে চুপচুপে। তবে পানি এতই গরম, ঠাণ্ডা লাগছে না। এত কিছুর মাঝেও টর্চটা ফেলেনি জোসেফ। কিন্তু জ্বালার সাহস পেল না, পরীক্ষা করেও দেখতে পারল না পানিতে ভিজে নষ্ট হলো কি না।

'পাথরের রাস্তাটা ধরে এগোব আমরা,' জোসেফ বলল। 'তাহলে অন্ধকারেও চলতে পারব, কয়েক মিনিট টর্চ না জ্বাললেও চলবে।'

ওর হাত আঁকড়ে ধরে রাখল কারিনা। 'আমাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ। পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা কোনমতেই মাথায় আসত না আমার।'

'এখনও বাঁচাতে পারিনি,' জোসেফ জবাব দিল, 'না তোমাকে, না নিজেকে।'

সিঁড়িওয়ালা সুড়ঙ্গটার দিকে এগোল ওরা। গুহার তর্জন-গর্জনের তুলনায় এখানটা একেবারেই নীরব। আর সে-কারণেই বোধহয় ওদের হাঁটার অতি সামান্য শব্দও দানবটার কানে চলে গেল, গর্জন করতে করতে ছুটে এল ওটা। তবে আসতে দেরি করে ফেলল, তার আগেই দৌড়ে ওরা সিঁড়িতে উঠে পড়ল, ওটা কাছে আসতে আসতে সুড়ঙ্গের অনেক ওপরে চলে এল, দানবটার আগুনে-গোলার সীমানার বাইরে। ওটার দেহের তুলনায় সুড়ঙ্গটা অনেক সরু, আর তাই ভিতরে ঢুকতে না পেরে অসহায় আক্রোশে সুড়ঙ্গের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে ভয়ানক গর্জন করল কিছুক্ষণ, তারপর বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এ সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল জোসেফ। কারিনার কাছে পাগলামি মনে হলো। সিঁড়িতে থেমে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জোসেফ। দানবটাকে উদ্দেশ্য করে ডেকে বলল, 'হ্যালো! আমরা আপনার স্ফটিক চুরি করিনি।'

দাঁড়িয়ে গেল দানবটা। মস্ত একটা মুখ ঢুকল আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে। এবার ভালমত দেখল ওটাকে ওরা। আঁশে ঢাকা লম্বা একটা নাক, লালা ঝরতে থাকা সোনালি দাঁত, খাড়া গোলাপি কান। ওটার নাকের ফুটো থেকে বেরোনো লালচে আভায় সব দেখতে পাচ্ছে ওরা। দানবের চোখ দুটোও জ্বলছে। ওগুলোর রং নীল, পান্নার মত, এতই বড়, টেলিভিশনের স্ক্রিনের সমান। ডাইনোসরের মত দেহ, তবে ডেথসিটিতে ওরা সবচেয়ে বড় যে ডাইনোসরটা দেখেছিল, এ প্রাণীটা তারচেয়েও বড়।

'এটা কি বুঝতে পারছ?' ফিসফিস করে কারিনাকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'না। আমার সঙ্গে তো আর দানবের বিশ্বকোষ নেই। ওটার সঙ্গে কথা বললে কেন?'

'কারণ ওটা ড্রাগন।'

'ড্রাগন তো রূপকথার প্রাণী, বাস্তবে নেই।'

'কিন্তু এ শহরে সব কিছুই আছে, এতদিনে সেটা না বোঝার কথা নয় তোমার। এটা ড্রাগন, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। আর ওটার সঙ্গে কথা বলেছি আমরা স্ফটিক চুরি করিনি জানানোর জন্য।'

'ড্রাগনরা কথা বলতে পারে?' কারিনা অবাক।

'পারে। রূপকথার বইতে তো সেরকমই লেখা আছে। আর ভীষণ বুদ্ধি ওদের। তবে ওদের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান থাকতে হবে তোমাকে। কথা বলতে বলতেই কখন যে সম্মোহিত করে ফেলবে, টেরও পাবে না।'

'তাহলে কথাগুলো তুমিই বলো।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই।' আবার মাথা উঁচু করে সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে তাকাল জোসেফ। চেঁচিয়ে কথা বলল ড্রাগনের সঙ্গে, 'আপনি কি ইংরেজি বোঝেন?'

দীর্ঘ নীরবতা। এমনভাবে চুপ করে রইল ড্রাগনটা, মনে হলো বুঝতে পারছে না। তারপর জবাব এল। দেহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, এত ভারি আর স্পষ্ট বেরোল শব্দগুলো, মনে হলো বদ্ধ সুড়ঙ্গে বজ্রের শব্দ হচ্ছে। দেহ বড় বলে আওয়াজটাও বিকট, তবে ভদ্র কণ্ঠস্বর, হয়তো সম্মোহনের চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ, আমি তোমার ভাষা বুঝতে পারছি,' ড্রাগনটা বলল। 'তেমাদের জন্মের বহু-বহুকাল আগে সাগরের ওপারের একটা দেশে বাস করতাম আমি, যেখানে মানুষদের ভাষা ছিল ইংরেজি। নিজেদেরকে ইংরেজ বলত ওরা। সবুজ তৃণভূমি, সুন্দর পাহাড় আর গাছপালায় ভরা ছিল জায়গাটা। তবে তোমার কথার টান ওদের চেয়ে অন্য রকম। তোমার নাম কি?'

'আমার নাম জোসেফ, আর আমার সঙ্গে যে মেয়েটি আছে, সে আমার বন্ধু, ওর নাম কারিনা।'

'ইংরেজদের দেশে যে ভদ্রলোকটি আমাকে ইংরেজি শিখিয়েছে, সে আমার নাম দিয়েছিল ক্রিটিক্রিয়া, হয়তো আমার বিশাল দেহ আর আগুনে-মেজাজের জন্যই এ রকম খটমট নাম রেখেছিল। নামটা আমার কখনই পছন্দ হয়নি। তাই আমার আসল নাম জেড্রা বলেই ডাকবে, যেটা আমার বেশি পছন্দ, যে নামটা শত শত বছর আগে আমার জন্মের পর দেয়া হয়েছিল।'

'হাই, জেড্রা,' খাতির-জমানো কণ্ঠে বলল কারিনা, ভয়ে ভয়ে রইল, কারণ কোন কথা বলে ওকে আবার সম্মোহিত করে ফেলে ড্রাগনটা কে জানে।

সাবধানে কথা বলল জোসেফ, 'আমরা আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি, সেজন্য ক্ষমা চাইছি। আর আপনার স্ফটিক আমরা চুরি করিনি।'

'কে চুরি করেছে জানো?' মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড্রাগন।

'রিয়া,' ফস করে বলে ফেলল কারিনা।

'আহ্, তুমি চুপ থাকো!' ফিসফিস করে বলল জোসেফ।

তবে যা শোনার শুনে ফেলেছে ড্রাগনটা। জিজ্ঞেস করল, 'রিয়া কে?'

'ইয়ে,' ড্রাগনটার রহস্যময় কণ্ঠস্বর কেমন ঘোর জাগাচ্ছে জোসেফের, তবে সেটা কল্পনাও হতে পারে ওর, জবাব না দিয়ে পারল না, 'একটা মেয়ে, নতুন পরিচয় হয়েছে আমাদের সঙ্গে। সে-ই পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে আমাদের।'

'ও এখন কোথায়?' ড্রাগনটা জানতে চাইল।

'শহরে ফিরে গেছে,' আবারও ফস করে বলে ফেলল কারিনা।

'তোমাকে আমি কথা বলতে নিষেধ করেছি,' হিসিয়ে উঠল জোসেফ।

পাল্টা জবাব দিল কারিনা, 'আমি ওনার সঙ্গে মিথ্যে বলতে পারব না।'

'আমার সঙ্গে মিথ্যে বলার দরকারও নেই,' মসৃণ কোমল কণ্ঠে ড্রাগনটা বলল। 'আমি যা জানতে চাই তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে, তাহলে কোন বিপদ হবে না তোমাদের। যে শহরটার কথা বলছ, সেটা কোথায়?'

'এখান থেকে বেশি দূরে না,' মিনমিন করে জবাব দিল জোসেফ।

'নাম কি?'

'ডেথসিটি,' জোসেফ বলল। 'আমরা ছোটরা বলি। তবে আসল নাম গোল্ডেন ডোর সিটি। অবশ্য নামে কিছু এসে যায় না। আসল কথা হলো, আপনার স্ফটিকগুলো ফেরত পাওয়া, আর সেগুলো পেতে আপনাকে সাহায্য করতে পারি আমরা।'

'তুমি আমাদের কিভাবে সাহায্য করবে?'

'আপনি যদি শুধু এই সুড়ঙ্গের মাথার দরজাটা খুলে দেন,' জোসেফ বলল, 'আমরা বেরিয়ে গিয়ে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি।'

'তোমাদের বন্ধু?' জেড্রা জিজ্ঞেস করল। 'আরও বন্ধু আছে নাকি তোমাদের? ওই রিয়া ছাড়া?'

'রিয়া আমাদের বন্ধু নয়,' আবারও মুখ বন্ধ রাখতে পারল না কারিনা।

'অথচ ও তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে,' ধীরে ধীরে ড্রাগন বলল। 'নিয়ে এসেছে অসীম সম্পদের কাছে। রিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করনি তো তোমরা?'

'হ্যাঁ, করেছি,' মিথ্যে বলল না জোসেফ। ওর মনে হচ্ছে ড্রাগনের ভারি কণ্ঠস্বর ওর মগজে ঢুকে গিয়ে আপনাআপনি তথ্য বের করে আনছে। জানে, ডেথসিটির দিকে ড্রাগনটাকে যেতে দেয়া হবে শহরটার জন্য ভয়ানক বিপদজনক, ওর বন্ধুদের জন্যও। খুব সহজেই শহরটাকে ছারখার করে দিয়ে আসতে পারবে ড্রাগনটা।

'এখান থেকে বেরোতে চাইলে,' ড্রাগনটা বলল, 'তোমাদেরকে আরেকটা রাস্তা দেখাতে পারি। নেমে এসো ওখান থেকে।'

'আসছি,' বলেই পা বাড়াল কারিনা।

খপ করে ওর হাত চেপে ধরল জোসেফ। ফিসফিস করে বলল, 'কি করছ?'

'আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই,' কারিনা জবাব দিল। 'ড্রাগনটা বেরোনোর আরেকটা রাস্তা চেনে।'

'কিন্তু নিচে নামলে আমাদের নাগালের মধ্যে পেয়ে মেরে ফেলতে পারে।'

অবাক মনে হলো কারিনাকে। 'কিন্তু কথাবার্তায় তো তা মনে হচ্ছে না, খুবই আন্তরিক।'

'আমাকে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো,' জেড্রা বলল। ওদের সমস্ত কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে ও। 'আমার কথা সোনার চেয়ে দামি। নেমে এসো, তোমাদেরকে বেরোনোর আরেকটা পথ দেখাব। রিয়া আর তোমার অন্য বন্ধুদের নিয়েও কথা বলব।'

কারিনাকে যেতে দিল না জোসেফ। 'না।'

জেড্রা জিজ্ঞেস করল, 'না করছ কেন?'

ঢোক গিলল জোসেফ। ড্রাগনটা যদি ফাঁদ পেতে থাকে, তাতে ধরা দিতে চায় না।

'নামতে চাই না তার কারণ আমার ভয় নামলে আপনি আমাদের ক্ষতি করতে পারেন,' সত্যি কথা বলল জোসেফ। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই না।'

'পরস্পরকে বিশ্বাস করলেই কেবল একে অন্যকে সাহায্য করতে পারব আমরা,' ড্রাগনটা বলল। 'নেমে এসো, আমার সাধ্যমত সাহায্য করব আমি তোমাদের।'

'না,' আবার বলল জোসেফ।

'জোসেফ,' জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল কারিনা। 'উনি যা বলছেন, তা আমাদের করা উচিত।' এক ধাপ নেমে গেল ও।

টান দিয়ে কারিনাকে ওপরে তুলে আনল জোসেফ। 'না। ওনার সঙ্গে এখান থেকেই কথা বলতে পারি আমরা। এখানেই আমরা নিরাপদ।'

'কিন্তু কতক্ষণ ওখানে থাকতে পারবে?' জেড্রা জিজ্ঞেস করল। 'খুব শীঘ্রি খাবার আর পানির দরকার হবে তোমাদের। সেসব জিনিস প্রচুর আছে আমার কাছে। নেমে এসো, খাও-দাও, আর স্ফটিকগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি আমি।'

'আমি আপনাকে বলেছি,' জোসেফ বলল, 'রিয়া ওগুলো নিয়ে গেছে, আর ও আমাদের বন্ধু নয়।'

'কিন্তু এই রিয়াটা এখন কোথায় আছে, সেটা আমাকে বলনি,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জেড্রার কণ্ঠ। 'সেটা আমার জানা দরকার। ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'ও কোথায় সত্যিই জানি না আমরা,' জোসেফ জবাব দিল। 'তবে আপনার হয়ে ওকে আমরা খুঁজে বের করে দিতে পারি। যদি আমাদের যেতে দেন।'

'কিন্তু যদি যেতে দিই,' জেড্রা বলল, 'কি করে বুঝব আমার জিনিসগুলো এনে আমাকে ফিরিয়ে দেবে?'

'আমরা কথা দিচ্ছি,' কারিনা বলল।

'তোমাদের সঙ্গে আমিও যদি যাই?' জেড্রা বলল। 'বহুদিন এখান থেকে বেরোই না আমি। তোমাদের ডেথসিটি শহরটা দেখতে ইচ্ছে করছে। ওখানকার মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।'

'কিন্তু মানুষেরা আপনাকে ভালভাবে নেবে না,' বিড়বিড় করে বলল জোসেফ।

'তোমার কথা আমি শুনে ফেলেছি,' আহতস্বরে বলল ড্রাগন। 'এখন আমাকে অপমান করতে আরম্ভ করেছ, মিথ্যে তো বলছই। আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাইলাম, তোমরা ফিরিয়ে দিলে। ওখানেই বসে থাকো তোমরা, আমি আমার স্ফটিকগুলো নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত।' বিশাল মুখটাকে ঠেলেঠুলে আরেকটু ভিতরে ঢোকাল ড্রাগনটা, মস্ত সবুজ চোখের দৃষ্টি ওদের ওপর স্থির। ওই চোখের দিকে একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকা কঠিন, মনে হয় ঘন সবুজ তরলে ডুবে যাবে ওরা। সম্মোহিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে জোসেফ আর কারিনা জোর করে ওই চোখের দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিল। কোমল স্বরে ড্রাগন বলল, 'তোমাদের বন্ধু কোনদিকে গেছে, আমি শুধু সেটা জানতে চাই তোমাদের কাছ থেকে।'

ভারি দম নিল জোসেফ। 'সেটা আমরা আপনাকে বলতে পারব না।'

'কেন পারবে না?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ড্রাগনটা। 'বলো আমাকে। *এখনই*।'

'ওরা গেছে সা...' শুরু করল কারিনা, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না, ওর মুখ চেপে ধরেছে জোসেফ।

'ওরা কোথায় গেছে জানি না আমরা,' জোসেফ বলল।

হাসতে আরম্ভ করেছে ড্রাগনটা। 'বুঝে গেছি আমি। ওরা গেছে *সাগরের* দিকে, তাই না? ডেথসিটিটা কি ওদিকেই? তাই তো বলতে চেয়েছিলে, না কারিনা? ভেরি গুড, আমি এখন সেদিকেই যাব। কিন্তু যদি ভেবে থাকো, আমি চলে গেলে বেরিয়ে যেতে পারবে, ভুল করবে। অন্য পথটা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগবে তোমাদের। ততক্ষণে তোমার চোর বন্ধুদের নিয়ে ফিরে চলে আসব আমি। একটা কথা শুনে রাখো, অনেক দিন মানুষের মাংসের স্বাদ পাই না আমি। এতদিন পর আজ পাব।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জোসেফ, কিন্তু কি করবে মনস্থির করে ফেলেছে ড্রাগনটা। আর সেটা বোঝাতেই ওদের লক্ষ্য করে একটা আগুনে-গোলা বর্ষণ করল। সুড়ঙ্গের পাথুরে দেয়ালে লেগে হিসহিস শব্দ তুলল আগুন। ওদের কাছে পৌঁছল না, তবে ভয়ানক আঁচ এসে লাগল এতটা দূরেও। ওদের আরেকবার মনে করিয়ে দিল অতি প্রাচীন এক মারাত্মক শত্রুর গুহায় কিভাবে আটকা পড়েছে।

'ওই দানবটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা পুরো শহরকে জ্বালিয়ে দিতে পারে,' আগুনের হিসহিসানির মধ্যে কারিনার কানে কানে বলল জোসেফ।

কুঁকড়ে গেল কারিনা। 'কিন্তু আমরা তো ওকে বললাম, আমরা চুরি করিনি, স্ফটিকগুলো রিয়া চুরি করেছে।'

'বলাটাই বোধহয় ভুল হয়ে গেছে,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফ। 'ড্রাগনটাকে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি আমরা।'

আট

ট্রাকটাকে যেখানে রেখে এসেছিল, তার অর্ধেক পথ এসেছে নিমোরা, এ সময় জেড্রা আক্রমণ করল ওদেরকে। বন্ধুদেরকে গুহায় ফেলে রেখে এসেছে সে-দুশ্চিন্তাতেই মগ্ন ছিল ওরা। আকাশে যমদূতের মত দেখা দিল একটা আগুন ছোঁয়া সরীসৃপ।

ড্রাগনটাকে প্রথম দেখল রোডা। আতঙ্কিত হয়ে হাত তুলে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি?'

'দেখে তো ড্রাগন মনে হচ্ছে,' গ্র্যাহাম জবাব দিল।

'তারমানে *অ্যানশেণ্ট পেটকে* জাগিয়ে দিয়েছি আমরা,' নিমো বলল।

নিমোর হাত চেপে ধরল রোডা। 'ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে রেগে আগুন হয়ে আছে। চলো, পালাই!'

ওদের ভাগ্য ভাল, কাছেই কতগুলো গুহা রয়েছে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে কাছেই যে গুহাটা রয়েছে, সেটাতে ঢুকে পড়ল ওরা। আর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের গোলা এসে পড়ল গুহামুখে। গায়ে আগুন লাগল না, তবে আঁচ যেটুকু লাগল তাতেই চামড়া পুড়ে যাওয়ার জোগাড় হলো। গুহার ওপর পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছে ড্রাগনটা, আর আগুনের গোলা ফেলছে গুহার মুখে। গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে গুহার ভিতর। গুহাটা বেশি বড় না। শেষ মাথায় এসে জড়সড় হয়ে রয়েছে ওরা। অসহ্য লাগছে অস্বাভাবিক গরম।

'কি চায় ওটা বলে না কেন?' দরদর করে ঘামছে রোডা।

বাকি দুজনেরও একই অবস্থা। গুহার ভিতর খুব বেশিক্ষণ থাকা যাবে না বুঝতে পারছে।

'নিশ্চয় স্ফটিকগুলো ফেরত চায়,' নিমো বলল। 'সেটাই তো চাওয়ার কথা, তাই না?'

'ওটার সঙ্গে কথা বলে দেখা যেতে পারে,' গ্র্যাহাম বলল। 'শুনেছি, ড্রাগনরা নাকি খুব বুদ্ধিমান।'

'কার কাছে শুনেছ?' রোডা বলল। 'কে কবে কোন ড্রাগনের সঙ্গে কথা বলেছে?'

'বইতে পড়েছি,' অধৈর্য ভঙ্গিতে জবাব দিল গ্র্যাহাম।

'তাহলে বলে দেখোগে,' নিমো বলল। 'তবে দয়া করে খুন হয়ে এসো না।'

আগুনে গরম হয়ে যাওয়া গুহামুখটার দিকে তাকাল গ্র্যাহাম। 'এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওটার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব না।'

'ভীতু কোথাকার,' রোডা বলল।

'ও ভীতু নয়,' গ্র্যাহামের পক্ষ নিল নিমো। 'ও বলতে চাইছে, এখান থেকেই ওটার সঙ্গে কথা বলা ভাল। আমি চেষ্টা করে দেখি। ড্রাগনের কানের ক্ষমতা খুব বেশি হয়।'

'তুমিই বা সেটা জানলে কি করে?' রোডার প্রশ্ন।

'জোসেফ বলেছিল একবার,' জবাব দিল নিমো।

'ড্রাগনের ওপর লেখা বইটা জোসেফই দিয়েছিল আমাকে,' গ্র্যাহাম বলল।

'হ্যালো!' গুহামুখের আগুনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল নিমো। 'শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? আমাদের কাছে আপনার স্ফটিকগুলো নেই।'

আগুন নিক্ষেপ বন্ধ করল ড্রাগনটা।

ওটার মাটিতে নামার শব্দ শোনা গেল অস্পষ্টভাবে।

মুহূর্ত পরেই একটা ভয়ঙ্কর মুখ ঢুকে গেল গুহার ভিতরে। বিস্ময়কর সবুজ চোখজোড়া ছাড়াও ওটার চমৎকারভাবে সাজানো আঁশের দিকে

মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ওরা। পালিশ করা ধাতব জিনিসের মত চকচক করছে আঁশগুলো। রোদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে রঙিন চামড়া। দেহটা অতিরিক্ত বড়, তাই গুহায় ঢুকতে পারছে না দানবটা। তবে সবুজ চোখের দৃষ্টি দিয়ে যেন সম্মোহিত করে ফেলছে। ওটার প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি যেন ওদের মগজকে গলিয়ে দিতে চাইছে। সম্মোহিত হয়ে যাওয়ার আগেই জোর করে ওটার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল নিমো।

'আমার নাম জেড্রা,' অদ্ভুত ভারি কণ্ঠে ড্রাগনটা বলল। 'তোমার বন্ধু জোসেফ আর কারিনার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। ওরা বলেছে, তোমাদের বন্ধু রিয়া আমার স্ফটিক চুরি করেছে।'

'ও, ফাঁস করে দিয়েছে তাহলে,' বিরক্ত কণ্ঠে গ্র্যাহাম বলল।

'তবে কথাটা সত্যি,' রোডা বলল। 'রিয়াই চোর। জোসেফ আর কারিনা কেমন আছে, মিস্টার জেড্রা?'

'আমি মিসেস জেড্রা,' ড্রাগনটা জবাব দিল। 'তোমার বন্ধুরা এখন আমার বন্দি। আমি যা জানতে চাই, তা যদি না বলো, ফিরে গিয়ে ওদের খেয়ে ফেলব আমি।'

'ও, তারমানে খাওয়ার জন্য আটকে রেখে এসেছেন?' এখনও মারেনি শুনে কিছুটা আশান্বিত হলো রোডা।

'ওদেরকে আমি জ্যান্ত চিবিয়ে খাব!' ড্রাগন বলল। জিভ বের করে চাটল। 'রিয়া কোথায় আছে না বললে তোমাদেরও মেরে ফেলব!'

'ওর কথার জবাব দিয়ো না!' গ্র্যাহাম বলল। 'রিয়াকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে মেরে ফেলবে।'

'কিন্তু জবাব না দিলে যে আমাদের মারবে,' রোডা বলল।

'ও ধাপ্পা দিচ্ছে,' গ্র্যাহাম বলল। 'এখানে ও আমাদের নাগাল পাবে না।'

'কিন্তু গুহাটাকে গরম বানিয়ে ফেলবে,' নিমো বলল। 'তন্দুরের মত। যা গরম হয়েছে, এখনই সহ্য করতে পারছি না। আর ড্রাগনটা সেটা বুঝতে পারছে।'

'তাই বলে রিয়াকে বিপদে ফেলতে পারব না,' গ্র্যাহাম বলল।

'না পারার কোন কারণ নেই,' রোডা বলল।

'তারচেয়ে আগে ড্রাগনটার সঙ্গে কথা বলে দেখি,' নিমো বলল। গুহামুখের দিকে ফিরে তাকাল আবার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল ড্রাগনটার অবিশ্বাস্য ক্ষমতাশালী চোখের ওপর। একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল, ঘন ঘন যদি চোখ মিটমিট করতে থাকে, সম্মোহিত হবে না।

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব শান্ত রেখে বলল ও, 'সত্যি কথা বলতে কি, মিসেস জেড্রা, রিয়া এখন কোথায় আছে, আসলেই আমরা জানি না। ওকেই খুঁজছিলাম আমরা, এই সময় এসে হাজির হলেন আপনি। আমাদেরকে ছেড়ে দিন, ওকে আমার খুঁজে বের করি। আপনার স্ফটিকগুলো ফিরিয়ে দিতে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি আমরাও। ওগুলো নিয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। আমাকে যদি মেরে ফেলেন, আর কোন সাহায্য করতে পারব না আপনাকে। তারচেয়ে আসুন না বরং একসঙ্গে কাজ করি আমরা?'

ওদের দিকে তাকিয়েই রইল ড্রাগনটা।

'তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে আপত্তি নেই আমার,' অবশেষে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল জেড্রা। 'আমার কাছে আসো, বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। রিয়ার কাছে আমাকে নিয়ে যাবে তোমরা, আমার স্ফটিকগুলো ফেরত পেলে আমার ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে আমি বহু ধনরত্ন উপহার দেব। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে আবার। এখনই এখানে চলে এসো, কথা বলি।'

'ওটার কথা শুনো না!' চেঁচিয়ে উঠল গ্র্যাহাম। 'সাপের জিভ ওর, ওকে বিশ্বাস করা যায় না। চালাকি করে আমাদের ভাঁওতা দেয়ার চেষ্টা করছে। আমরা কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরে মেরে ফেলবে।'

'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এ মুহূর্তে আপনার কাছে যেতে আপত্তি আছে আমাদের,' ড্রাগনটাকে বলল নিমো। 'তবে আপনাকে আমরা সাহায্য করতে চাই। আমাদের বয়েস কম হলেও আমরা অনেক কাজের, নিজেদের প্রশংসা নিজেরা করতে বাধ্য হচ্ছি, আপনাকে বোঝানোর জন্য। কয়েকবার নিজেদের শহর, এমনকি পুরো পৃথিবীকেই ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়েছি আমরা। আমি বরং একটা কথা বলি, শুনুন,

আপনার গুহায় ফিরে যান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খবর নিয়ে ফিরে আসব আমরা। রিয়াকে আমরা খুঁজে বের করবই।'

'না!' গর্জে উঠল ড্রাগনটা। 'এখনই ওর কাছে আমাকে নিয়ে চলো!'

'বলেছি তো,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল গ্র্যাহাম, 'ও এখন কোথায় আছে আমরা জানি না!'

'আমি জানি!' ড্রাগনটা জবাব দিল। 'ডেথসিটিতে গেছে ও। তোমাদের ওই বিখ্যাত শহরটার নাম এখন জানি আমি। সাগরের পাড়ে অবস্থিত। আর সেখানেই যাচ্ছি আমি। আমার স্ফটিকগুলো খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কত লোক যে মারা যাবে তা এখনও জানি না!'

ও যে ধাপ্পা দিচ্ছে না এটা বোঝানোর জন্য ওদের তাক করে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করল ড্রাগনটা। ওদের কাছে আগুন না পৌঁছালেও ভয়ঙ্কর উত্তাপ জ্বালিয়ে দিতে চাইল ওদের। নিমোর মনে হলো উত্তপ্ত কড়াইতে ফেলে দেয়া হয়েছে ওকে। ভুরু থেকে আর ঘামও বেরোচ্ছে না, এমন পর্যায়ে চলে গেছে উত্তাপ। মনে হচ্ছে যেন দেহের সমস্ত পানি ইতিমধ্যেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। মনে হলো বেহুঁশ হয়ে যাবে।

রোডা ওদের বাঁচাল তখন।

ওর ব্যাকপ্যাকটা এখনও রয়েছে ওর কাছে। গ্র্যাহাম আর নিমো ওদেরগুলো ফেলে এসেছে বোঝা কমানোর জন্য, যাতে দ্রুত চলতে পারে। কিন্তু রোডা ওর জিনিসপত্র খোয়াতে নারাজ—অনেক দামি জিনিস, ওর বক্তব্য—যখন বলেছিল তখন মনে মনে ওর ওপর বিরক্ত হলেও এখন খুশি হলো নিমো। রোডার তাঁবুটা অতি আধুনিক, পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের আবরণ দেয়া, যাতে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম থেকে রক্ষা করতে পারে—এখন রক্ষা করল ড্রাগনের নিঃশ্বাস থেকে। গরম আগুনের গোলার আঁচে যখন পুড়ে মরার অবস্থা ওদের, তখন তাড়াতাড়ি প্যাক খুলে তাঁবুটা বের করে তিনজনের ওপর ছড়িয়ে দিল রোডা।

গায়ের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন ফুঁসে ওঠা উত্তাপ দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এরপরে প্রায় মিনিটখানেক ধরে গোলা বর্ষণ করে চলল

ড্রাগনটা। তারপর বুঝতে পারল, ওর হামলায় কাজ হচ্ছে না। ওদের মারতে না পেরে ভয়ানক রাগ আর আক্রোশে ক্রমাগত গর্জন করতে লাগল ওটা। অবশেষে আগুনের গোলা নিক্ষেপ বন্ধ হলো। তাঁবু ফাঁক করে উঁকি দিল তিনজনে।

'আবার আমি ফিরে আসব,' হুমকি দিল ড্রাগনটা। 'রিয়াকে কাবাব বানিয়ে খাওয়ার পর। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত লোক, সবাইকে ধ্বংস করব। তারপর ফিরে এসে তোমাদের দেখে নেব, আমার আর আমার পরিবারের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহারটা করেছ তোমরা, তার শোধ নেব।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান!' ড্রাগনটা উড়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি বলল নিমো।

ওর পাঁজরে গুঁতো মারল রোডা। 'ওই বোকা ড্রাগনটাকে যেতে দাও না! এই গরম আর সহ্য করতে পারছি না আমি!'

'কিন্তু ওটার সঙ্গে কথা শেষ হয়নি আমার,' নিমো বলল। তবে ওর কথা শুনতে পায়নি ড্রাগনটা। উড়ে চলে গেল।

'রিয়া এখন ট্রাকটার কাছে পৌঁছতে পারলেই হয়,' বলল গ্র্যাহাম।

'কিন্তু ওর ট্রাক একটা ড্রাগনের সঙ্গে দৌড়ে পারবে বলে মনে হয় না,' রোডা বলল।

'না পারলে তো তুমি খুশিই হও, তাই না?' তিক্ত কণ্ঠে বলল গ্র্যাহাম। 'ছোট্ট একটা ভুলের জন্য ওকে জীবন দিতে দেখলে তোমার খুব ভাল লাগবে।'

শান্ত কণ্ঠে রোডা বলল, 'না, আমি কোনমতেই চাই না ড্রাগনটা রিয়াকে খুন করুক। যা বলেছি, আসলে বিরক্তিতে। আর এই বিরক্তিটা আমার জন্মগত। কিছুই করার নেই। যাই হোক, এখন চাই রিয়া ট্রাকের কাছে পৌঁছে যাক। রিয়া কেন, কোন মানুষেরই অকালমৃত্যু চাই না আমি। তবে ডেথসিটিতে গিয়ে ড্রাগনটা কি করবে সেটা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি। রিয়ার এই হঠকারিতার জন্যই এখন হাজার হাজার লোক মারা যেতে বসেছে।'

'আর সে-কারণেই এই ড্রাগনটাকে ঠেকানো এখন ভীষণ জরুরি,' নিমো বলল। 'রিয়া ট্রাকের কাছে পৌঁছতে পারবে কি না কে জানে। ওকে ঠেকাতে পারলে হতো। কি করে ঠেকাব?'

'কোন উপায় নেই,' গ্র্যাহাম বলল। 'তবে ওর সঙ্গে যোগাযোগের সামান্য একটা সুযোগ আছে। গাড়িতে একটা সেলফোন আছে রিয়ার। আমারও একটা আছে, আমার সাপ্লাই প্যাকের মধ্যে, মাটিতে পুঁতে রেখেছি। এখান থেকে বেশি দূরে না জায়গাটা।'

'তুমি ওসব মাটিতে পুঁতে রেখেছ কেন?' রোডা জানতে চাইল।

'কারণ আমাকে প্রায়ই অশুভ শক্তির মুখোমুখি হতে হয়, জরুরি জিনিসপত্রের দরকার হয়ে পড়ে তখন, তাই আগে থেকেই সাবধান থাকি,' গ্র্যাহাম জবাব দিল।

'ও, তাই বলো। যাক, ভালই করেছ।'

'জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?' নিমো জিজ্ঞেস করল।

'আধ মাইল,' গ্র্যাহাম বলল। 'সরু একটা নদীর পাড়ে, পর্বত থেকে নেমে এসেছে নদীটা। একটা ভেলাও লুকিয়ে রেখেছি ওখানে। ওটাকে ফুলিয়ে নিয়ে যদি নদীতে ভেসে পড়ি ড্রাগনটার আগেই ডেথসিটিতে চলে যেতে পারব। যদি শুধু শহরটার নাম বলে থাকে জোসেফ আর কারিনা, কিন্তু কোথায় আছে ওটা না বলে, তাহলে খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় লাগবে। তারপরেও ড্রাগন তো, বুদ্ধি আছে, তা ছাড়া আকাশপথে উড়ে যাবে, শহরটা ঠিকই বের করে ফেলবে।'

'সাপ্লাই প্যাকের সঙ্গে ভেলা পুঁতেছ কেন?' রোডা জিজ্ঞেস করল।

'কারণ, আমি সাঁতার জানি না,' গ্র্যাহাম বলল।

হেসে উঠল রোডা। 'পৃথিবীর ত্রাণকর্তা হতে চাও, অথচ সাঁতার জানো না? হা-হা-হাহ্! দারুণ, দারুণ! তুমি একটা সুপারহিরো, কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'বকবক করে সময় নষ্ট করছি,' নিমো বলল। 'বেরোও এখান থেকে, জলদি চলো, যাই।'

আধ মাইল আসতে বেশিক্ষণ লাগল না, কারণ দৌড়ে এসেছে ওরা। মাটি খুঁড়ে জিনিসগুলো বের করল গ্র্যাহাম। শুধু একটা সেলফোন আর

ভেলাই নয়, ওটাকে ফোলানোর জন্য একটা পাম্পও আছে। নিমো আর রোডা ভেলা ফোলানোয় ব্যস্ত হলো, আর গ্র্যাহাম বোনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করল। ওদের অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল রিয়া। জানাল, ট্রাকে চড়ে শহরে ফিরে যাচ্ছে।

গ্র্যাহাম বলল, 'রিয়া, তুমি যে স্ফটিকগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছ, আমরা জানি। জলদি ওগুলো ফেরত আনো।'

দীর্ঘ নীরবতার পর রিয়া জবাব দিল, 'আমি কিছু নিইনি।'

'তুমি রাতে চলে যাওয়ার পর তোমার পিছন পিছন গিয়েছি আমরা,' গ্র্যাহাম বলল। 'গুপ্তধনের গুহায় ঢুকেছি। রূপার বেদিতে শূন্য খাঁজ দুটো দেখেছি। আমাদের সঙ্গে মিথ্যে বলে লাভ নেই। ওগুলো নিয়ে এসো।'

'কেন আনব?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রিয়া।

'যে জীবটা গুহায় ঘুমাচ্ছিল, ওটা জেগে গেছে,' গ্র্যাহাম জানাল। 'ওটা একটা ড্রাগন, এখন তোমার পিছু নিয়েছে। আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ট্রাকের চেয়ে অনেক দ্রুত চলতে পারে ওটা। তোমাকে ধরতে সময় লাগবে না।'

আবার খানিক নীরবতার পর রিয়ার কথা শোনা গেল, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। ড্রাগন বলে কিছু নেই।'

'দেখো রিয়া, তুমি জানো আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলব না,' গ্র্যাহাম বলল। 'কিন্তু তুমি আমাদের সবার সঙ্গে মিথ্যে বলে প্রতারণা করেছ, ভীষণ দুঃখ দিয়েছ আমাকে। কেন করলে এ কাজ? আমাদের ফেলে পালানোর দরকারটা কি ছিল?'

'আমার জিনিসের ভাগ আমি কাউকে দিতে চাইনি,' রিয়া বলল। 'বাবা ওগুলো আমাকে দিয়ে গেছেন। বাবা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ ছিল না আমার। বাবার মৃত্যুর পর এখন ওই গুপ্তধনগুলো ছাড়া আমার আর কিছু নেই।'

'এটা তোমার আবেগের কথা,' নরম সুরে গ্র্যাহাম বলল। 'দিতেই যদি না চাও তাহলে আমাদের কাছে নকশাটা এনেছিলে কেন? তুমি তো সাঙ্কেতিক কথাগুলোর মানে জানতেই, এখন বোঝা যাচ্ছে।'

'টিথ-এর রাস্তা চিনতাম না।'

'সেটা চেনা এমন কোন কঠিন কাজ না। মানুষকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারতে। আসল কারণটা কি বলো আমাকে, রিয়া।'

চুপ হয়ে গেল আবার রিয়া। অন্য প্রান্ত থেকে বিচিত্র শব্দ ভেসে এল। মনে হলো যেন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে ও।

'আমি ভয় পাচ্ছিলাম,' অবশেষে বলল রিয়া, 'ভেবেছিলাম, তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমার চলবে না। কিন্তু গতরাতে যখন চূড়াটাকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, মনে হলো, আমি একাই তো কাজটা করে ফেলতে পারি। এবং তা-ই আমি করেছি, গ্র্যাহাম। ওখানকার সবচেয়ে দামি সম্পদের অর্ধেকটা বের করে নিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু কি এনেছ তা তুমি জানো না,' গ্র্যাহাম বলল। 'আমরা কেউই জানি না।'

'জানি। নকশা বলছে, ওই স্ফটিকগুলোর মায়াবি ক্ষমতা আছে,' রিয়া বলল। 'সেটা আমি বিশ্বাস করি। ওগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা-ও এখন বুঝে ফেলেছি।'

'তাহলে বাঁচার চেষ্টা করো,' গ্র্যাহাম বলল। 'জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখো, রিয়া। এতক্ষণে হয়তো ড্রাগনটা পৌঁছে গেছে তোমার কাছে।'

আবার দীর্ঘ নীরবতার পর শোনা গেল রিয়ার কথা, 'আমি কিছুই দেখছি না, ডিয়ার ব্রাদার। যা-ই হোক, খুব শীঘ্রি আমি কোস্ট হাইওয়েতে পৌঁছে যাব। তারপর আর কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। সরি, গ্র্যাহাম, তুমি সত্যি একটা ভাল ছেলে। তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি আমি।'

'দেখো আমাকে আঘাত দিয়েছ, তাতে কিছু মনে করিনি,' বোঝানোর চেষ্টা করল গ্র্যাহাম। 'তবে অনেকগুলো মানুষের জীবন এখন তোমার ওপর নির্ভর করছে। ড্রাগনটা প্রতিজ্ঞা করে গেছে, পুরো শহরটা জ্বালিয়ে দেবে। হাজার হাজার লোকের জীবন যাবে।'

আবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল রিয়া।

'বাবা মারা যাওয়ার পর,' বলল ও, 'একটা জিনিস বোঝা হয়ে গেছে আমার। সবার আগে নিজের কথা ভাবা উচিত। আমাকে আমারই দেখতে হবে, অন্য কেউ দেখতে আসবে না।'

'রিয়া, শোনো, কেটে দিয়ো না...' গ্র্যাহাম বলল।

কিন্তু কেটে দিয়েছে ততক্ষণে রিয়া।

সহানুভূতির দৃষ্টিতে গ্র্যাহামের দিকে তাকাল রোডা। 'শুনল না, তাই না?'

আস্তে করে ফোনটা নামিয়ে রাখল গ্র্যাহাম। 'ভেলাটা ভাসানো দরকার।'

নয়

জেড্রা চলে গেলে, গুহাটা আরেকবার খুঁজে দেখার কথা কারিনাকে বলল জোসেফ।

কিন্তু সুড়ঙ্গের নিরাপত্তা ছেড়ে যেতে চাইল না কারিনা। 'যে কোন সময় এসে হাজির হবে আবার ড্রাগনটা,' বলল ও। 'আমরা এখানে থাকলে আমাদের ধরতে পারবে না ওটা।'

'কিন্তু কতক্ষণ বসে থাকব? আর লাভটাই বা কি? ড্রাগনটা ঠিকই বলেছে, খাবার আর পানি দরকার আমাদের। সেটা তো পাব না, তবে গুহা থেকে বেরোনোর অন্য পথটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি।'

'ড্রাগনটা বলেছে সেটা বের করতে সারা জীবন লেগে যাবে আমাদের।'

'ড্রাগনরা মিথ্যে কথা বলে। ওটা তোমাকে ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে চেয়েছে। এতবড় একটা জীব যেখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, সেটা অনেক বড় ফোকর, খুঁজে বের করা কঠিন হবে না। চলো।'

জোসেফের হাত আঁকড়ে ধরল কারিনা। 'সত্যিই ওটা চলে গেছে?'

কারিনার উদ্বেগ জোসেফের মধ্যেও। 'এখানে বসে কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে পারব না আমরা।'

সিঁড়ি বেয়ে তৃতীয়বারের মত নামতে শুরু করল ওরা। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে থামল, উত্তেজিত হয়ে ড্রাগনটার হামলার অপেক্ষা করতে লাগল। তবে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন ওটার সাড়া পেল না,

ভাবল, বেরিয়েই গেছে। এখন ওদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনদিকে যাবে?

'আমার মনে হয় উল্টো দিকে চলে যাওয়া উচিত,' কারিনা বলল। 'গুপ্তধনের গুহা থেকে দূরে। ড্রাগনটা যেখানে ঘুমিয়েছে, সেখান থেকে দূরে।'

'ভাল বুদ্ধি,' মেনে নিল জোসেফ। 'নতুন জায়গায় খোঁজাই ভাল।'

প্রথম দিকে রাস্তাটা একই রকম, চ্যাপ্টা, ঊষর আর অন্ধকার। তারপর ধীরে ধীরে আঁকাবাঁকা আর চওড়া হতে আরম্ভ করল। আরও কিছুটা এগোলে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠতে লাগল। ওদের আশা হলো, বেরোনোর মুখের দিকে এগোচ্ছে। তবে চড়াইটা বেশ কঠিন। আগের রাতে ভাল বিশ্রাম হয়নি, তারপর দিনটা যাচ্ছে ভয়ানক চাপ আর অশান্তির মধ্যে। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল ওদের।

'তোমার পায়ের কি অবস্থা?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল।

'জখম হওয়া জায়গাগুলো ব্যথা করছে।'

'আরেকটু কষ্ট করো। বেরিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'সত্যি পারব? নাকি আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে উজ্জীবিত করতে চাইছ।'

'পারবে। চাপের মধ্যে ভেঙে পরার মেয়ে তুমি নও, আগেও দেখেছি।'

মৃদু হাসল কারিনা। 'এই শহরে বাস করলে আপনিই সাহস বেড়ে যায়। এক সপ্তায় আমরা যে চাপ সহ্য করি, তোমার কি মনে হয় পৃথিবীর আর কোন জায়গার ছেলেমেয়েদের সারা বছরে তার অর্ধেকও করতে হয়?'

'আমাদের অবস্থা ওরা কল্পনাও করতে পারবে না,' জোসেফ বলল।

ঘণ্টাখানেক পর বিশ্রাম নিতে থামল ওরা। ইতিমধ্যে বোতলের অর্ধেক পানি খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। চড়াই বেয়ে উঠতে গিয়ে ঘন ঘন পিপাসা পাচ্ছে। তবে পানির অভাব হবে না বুঝতে পারছে। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝেই ডোবা কিংবা পুকুর রয়েছে। বসে থাকার সময় একটা শব্দ কানে এল ওদের।

'কিসের শব্দ?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কারিনা।

টর্চ নিভিয়ে দিল জোসেফ। 'বুঝতে পারছি না।'

'ড্রাগনটা ফিরে আসছে না তো?'

'আসতে পারে।'

'দৌড়ে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করব?'

'আস্তে বলো। আমাদের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। দৌড়ে এখন আর এতদূর যেতে পারব না। তা ছাড়া, শব্দটা ড্রাগনের না-ও হতে পারে।' উঠে দাঁড়াল জোসেফ। গাঢ় অন্ধকারে সামনে পা বাড়াল। 'দেখা দরকার।'

ওর হাত চেপে ধরল কারিনা, অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার ভয়ে। বলল, 'আলাদা হয়ো না।'

'ঠিক আছে,' কারিনার পিঠ চাপড়ে দিল জোসেফ। 'বুঝতে পারছি, তুমি ভয় পাচ্ছ, কারিনা। আমিও ভয় পাচ্ছি। তবে ঝুঁকি নিয়ে না এগোলে বেরোতে পারব না। আবার গুহার ভিতর ফিরে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা সমান কথা। এখানে থাকলে ড্রাগনটার করুণার ওপর নির্ভর করতে হবে আমাদের।'

'তাহলে এগোও, টর্চ জ্বালো। অন্ধকার আমাদের বাঁচাতে পারবে না। ড্রাগনটা ঠিকই শুনে ফেলবে। আলো থাকলে অন্তত বুঝতে পারব কোনদিকে এগোচ্ছি আমরা।'

'হুঁ।' টর্চ জ্বালল আবার জোসেফ।

পথের পরের অংশটা আরও বেশি কঠিন আর কষ্টকর।

ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

হ্যাঁ, আছে। বিশাল কোন কিছু।

টর্চের আলো পড়ল ওটার গায়ে।

দপ করে নিভে গেল ওদের সমস্ত আশা।

আরেকটা ড্রাগন।

আর বাঁচাতে পারবে না কেউ।

গুঙিয়ে উঠল কারিনা।

শক্ত করে কারিনার হাত ধরল জোসেফ। 'চোখ বন্ধ করো।'

কিন্তু দুজনের কেউই বন্ধ করতে পারল না।

তার আগেই কথা বলে উঠল ড্রাগনটা। আধুনিক ইংরেজিতে।

বয়স্ক দানবটার তুলনায় এটাকে বাচ্চা মনে হলো।

'হাই,' ড্রাগনটা বলল। 'কে তোমরা?'

তাকিয়ে আছে জোসেফ। বিশ্বাসই করতে পারছে না যেন। 'আমি জোসেফ,' বলল ও। 'ও আমার বন্ধু, কারিনা। তুমি কে?'

'ম্যাক্রন,' কিশোর ড্রাগনটা জবাব দিল। ধারাল নখরওয়ালা একটা থাবা বাড়িয়ে দিল। 'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

মস্ত থাবাটার দিকে তাকিয়ে আছে কারিনা ও জোসেফ।

'সত্যি কি হাত মেলাতে চাইছ?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল।

থাবাটা সরিয়ে নিল ম্যাক্রন। 'সরি। আমার থাবা তোমাদের হাতের তুলনায় অনেক বড়। ধরতেই পারবে না। যাকগে, এখানে এলে কি করে? সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকেছ?'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল কারিনা।

'ভাল,' ম্যাক্রন বলল। 'কতদিন ধরে আশা করে বসে আছি, মানুষের অপেক্ষায়।'

'এখানে কতদিন ধরে আছো তুমি?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল।

এমন একটা ভঙ্গি করল ড্রাগনটা, মনে হলো কাঁধ ঝাঁকাল। জেড্রার মত এত বড় নয় ওটা। 'জানি না। হয়তো পাঁচশো বছর।'

'কিন্তু তোমার বয়েস তো এত মনে হচ্ছে না,' কারিনা বলল।

মাথা ঝাঁকাল ম্যাক্রন। 'ড্রাগনরা খুব ধীরে ধীরে বড় হয়। একশো বছর বয়েস হওয়ার আগে হাঁটতে পারিনি। মা বলত, আমি হয়তো কোনদিন কথাই বলতে পারব না।'

'কিন্তু তুমি তো ভাল ইংরেজি বলো,' জোসেফ বলল।

'থ্যাংক ইউ। মা শিখিয়েছে। মা বলে, এই ভাষাতেই আজকাল পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ কথা বলে, তাই আমাদের পুরানো ভাষাটা বাদ দিয়ে এটাই শেখা উচিত।'

'জেড্রা তোমার মা?' কারিনা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। এ গুহায় আমরাই একমাত্র ড্রাগন পরিবার। মার সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই,' জোসেফ বলল। 'আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল।'

মনে হলো ভ্রূকুটি করল ম্যাক্রন। 'তাই নাকি? সরি। নিশ্চয় মাকে খেপিয়ে দিয়েছিলে। কি করেছিল তোমরা, তার রত্ন নিয়ে খেলেছিলে?'

'আমাদের একটা পরিচিত মেয়ে তোমার মার দুটো জিনিস চুরি করে নিয়ে গেছে,' কারিনা বলল। 'দুটো স্ফটিক।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করল মনে হলো ম্যাক্রন। 'ওরিব্বাপরে, স্ফটিক! মার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। ভীষণ ভালবাসে। আমার তো একেক সময় মনে হয় আমার চেয়েও বেশি।'

'ওগুলো কি?' জোসেফ জানতে চাইল। 'ওগুলো দিয়ে কি হয়?'

'ওগুলো দিয়ে যে কোন সময়, যে কারও সঙ্গে, যেখানে খুশি কথা বলা যায়,' ম্যাক্রন বলল। 'যদি যার সঙ্গে কথা বলতে চাও, তার কাছেও একটা এ জিনিস থাকে। আমার মা এগুলো দিয়ে অন্য গ্রহের ড্রাগনদের সঙ্গেও কথা বলে।'

'অন্য গ্রহে!' কারিনা অবাক।

'হ্যাঁ, বলতেই হয়। পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আর কোন ড্রাগন নেই। আমার বাবাও ভিন্ন গ্রহে বাস করে। জানো বোধহয়, ড্রাগনের জন্ম পৃথিবীতে নয়। অন্য গ্রহে। এখন থেকে বহু বহুকাল আগে ড্রাগনরা নিয়মিত পৃথিবীতে আসত। মা বলেছে, সেজন্যই পৃথিবীর মানুষের বইতে ড্রাগনের কথা লেখা আছে। এখন সেগুলো তোমাদের জন্য রূপকথা।'

'এখন যদি ড্রাগনরা না আসে, তোমরা এলে কি করে?'

'আমার বাবা আর মা ভীষণ অভিযানপ্রিয়। কম বয়েসে গুরুজনদের মুখে পৃথিবীর গল্প শুনে শুনে এতটাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, একদিন দুজনে মিলে পৃথিবীতে আসার জন্য রওনা হলো। এখানে আসার পর আমি মার পেটে এলাম। ফলে আটকে গেল মা। এই গুহায় আমাকে জন্ম দিল। বাবার জরুরি কাজ থাকায় বাবা চলে গেছে। আমি আরেকটু

বড় হলে, ভালমত উড়তে শিখলে আমাকে নিয়ে আমাদের নিজেদের গ্রহে ফিরে যাবে।'

'হুঁ, তোমার মার এত খেপার কারণটা এখন বুঝতে পারছি,' জোসেফ বলল। 'ওই স্ফটিক ছাড়া তোমার মা অসহায়। ওগুলো হাতছাড়া হলে নিজেদের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আর কোন উপায়ই থাকবে না।'

'আমার মা কোথায় গেছে জানো তোমরা?' ম্যাক্রন জিজ্ঞেস করল। 'তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এই পর্বত ছেড়ে চলে গেছে, আমাদের শহর আর বন্ধুদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করার জন্য,' কারিনা বলল। 'তাকে থামানো দরকার। তুমি কি কোন সাহায্য করতে পারবে আমাদের?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' খুশিমনেই রাজি হয়ে গেল ম্যাক্রন। 'আমি মানুষদের পছন্দ করি, মার চেয়ে অনেক বেশি। তবে মা যে কারণে পছন্দ করে, আমি সে-কারণে করি না। মা মানুষদের খেয়ে ফেলে, আমি খাই না। আমি নিরামিষভোজী।'

'তাহলে মানুষের অপেক্ষায় বসে ছিলে কেন?' কারিনার প্রশ্ন।

'বন্ধুত্ব করার জন্য। এই গুহার মধ্যে একেবারেই একা থাকি আমি। কথা বলার কাউকে পাই না। ভাল লাগে না।'

'হুঁ, আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও শুনেও খুশি হলাম,' জোসেফ বলল। 'এখন বলো তো, ওই স্ফটিক ব্যবহার করে কি তোমার মার সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

'যাবে না, যদি তার কাছে একটা স্ফটিক না থাকে,' ম্যাক্রন বলল।

জোসেফের দিকে তাকাল কারিনা। 'তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেছে জেড্রা। স্ফটিক নিয়ে যাবার সময় পায়নি, কিংবা নেবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি, কি বলো?'

'নেয়নি, আমি শিওর,' জোসেফ বলল। 'তবে রিয়া নিয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলতে পারি, যাতে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।'

'এটাই ভাল বুদ্ধি,' ম্যাক্রন বলল। 'মার মেজাজ একবার খারাপ হয়ে গেলে শান্ত হওয়া কঠিন। তবে ওই স্ফটিকগুলো দেখলে শান্ত হয়ে যাবে।'

'চলো তাহলে, গুপ্তধনের গুহায়,' জোসেফ বলল। 'দেখি, রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না।'

'তোমরা কি ক্লান্ত,' ম্যাক্রন জিজ্ঞেস করল। 'আমার পিঠে চড়ে যেতে আপত্তি আছে?'

'সত্যি নিয়ে যাবে? কিছু মনে করবে না তো?' কারিনা বলল, 'আমরা এত ক্লান্ত, পা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে।'

'না, কিছু মনে করব না,' ম্যাক্রন বলল। 'মানুষের সঙ্গে কথা বলতে, পিঠে চড়াতে আমার ভাল লাগে।'

ড্রাগনের পিঠে চড়ার জন্য তার দিকে এগোল দুজনে।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আগেও আরও মানুষ দেখেছ?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল।

'দেখেছি। খুব ভাল প্রাণী।'

'ওরা এখন কোথায়?' জানতে চাইল কারিনা।

ওদেরকে বেয়ে ওঠার জন্য ডানা নামিয়ে দিল ম্যাক্রন। সেই সঙ্গে স্বর নামিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল, 'জানি না। হয়তো আমার মা খেয়ে ফেলেছে।'

গুপ্তধনের গুহায় এসে ম্যাক্রন শিখিয়ে দিল কিভাবে স্ফটিকগুলোর সাহায্যে কথা বলতে হয়। 'একটা স্ফটিক ডান হাতে ধরে তুলে নিয়ে রিয়ার কথা ভাবো,' বলল ও। 'তারপর কথা বলা শুরু করো। ওর কাছাকাছি স্ফটিক থাকলে বেজে উঠবে, তোমাদের কথা শুনতে পাবে ও।'

একটা স্ফটিক তুলে কারিনার দিকে বাড়িয়ে দিল জোসেফ। 'তুমি বলো।'

মাথা নাড়ল কারিনা। 'না। ও সুন্দরী। আমিও সুন্দরী। একজন সুন্দরী মেয়ে আরেকজন সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পারে না। আমি বললে, আমার কথা কানেও তুলবে না ও।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।' শক্ত করে স্ফটিকটা ধরে চোখ বুজল জোসেফ। রিয়ার চেহারা কল্পনা করতে কষ্ট হলো না। অদ্ভুতভাবে রিয়ার চেহারা আর ওর আশপাশের জিনিস যেন লাফ দিয়ে চলে এল মনের মধ্যে, টেলিভিশনের পর্দায় দেখার মত। ওর মনে হলো, স্ফটিকটাই ঘটাচ্ছে এই ঘটনা। ওর চিন্তা আর কল্পনার ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মোলায়েম স্বরে স্পষ্ট করে বলল ও, 'রিয়া, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ যেন ঠিক ঘরের মধ্য থেকে বেজে উঠল, 'কে তুমি?'

'আমি জোসেফ। স্ফটিকের মাধ্যমে কথা বলছি। এগুলো সাধারণ স্ফটিক নয়, অতি উন্নত মানের সেলফোন, আন্তর্নক্ষত্রিক যোগাযোগ যন্ত্র, তবে এগুলো দিয়ে স্থানীয়ভাবেও কথা বলা যায়।'

আবার নীরবতা। তারপর রিয়ার জবাব এল, 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কি করে? যাই হোক, এখন তর্ক করার সময় নেই। ওই স্ফটিকগুলো ফিরিয়ে নিয়ে এসো। একটা ড্রাগন ওগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ করে। তোমাকে পেলে মেরে ফেলবে।'

'গ্র্যাহামের হয়ে কথা বলছ নাকি?' অধৈর্য শোনাল রিয়ার কণ্ঠ। 'ঘণ্টাখানেক আগে সে-ও ফোন করে একই কথা বলেছে। আমি ওর লাইন কেটে দিয়েছি।'

'ও সত্যি কথাই বলেছে। এখন তুমি কোথায়?'

'সেকথা তোমাকে বলব কেন?' রিয়া বলল। 'আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন। এই স্ফটিকগুলোর এত গুণ জেনে খুব খুশি লাগছে। কোটি কোটি ডলারে বিক্রি করতে পারব। সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেতে পারব, কোন কাজ করা লাগবে না। বোধহয় এ কথা ভেবেই নকশাটা আমাকে দিয়ে গেছে আমার বাবা। আমি তো কোন অন্যায় করিনি। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি একজন অপরাধী।'

'সারা জীবন তুমি কিভাবে খাবে সেটা নিয়ে এক বিন্দু মাথাব্যথা নেই আমার,' জোসেফ বলল। 'আমার উদ্বেগ একটা খেপা ড্রাগনকে নিয়ে।

এখান থেকে বেরোনোর আগে বলে গেছে আমাদের বন্ধুদের সহ পুরো ডেথসিটি শহরটা জ্বালিয়ে দেবে।'

'তোমার বন্ধুরা গ্র্যাহামের সঙ্গে আছে, ভাল আছে,' রিয়া জবাব দিল। 'আর ডেথসিটি শহরটা ঠেকানো ওটার অধিবাসীদের নিজের দায়িত্ব। আমি আমার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে রাজি নই।'

'ওই স্ফটিকগুলো তোমার সম্পদ নয়,' জোসেফ বলল। 'বরং অন্যের জিনিস চুরি করে নিয়ে গেছ।'

হঠাৎ করেই কেটে গেল যোগাযোগ।

জোসেফের মন থেকে উধাও হয়ে গেল রিয়ার চেহারা। চোখ মেলে কারিনা আর ম্যাক্রনকে বলল, 'আমার মনে হয় লাইন কেটে দিয়েছে।'

'এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমার খুব খারাপ লাগে,' ম্যাক্রন বলল।

'এখন আমরা কি করব?' কারিনা জিজ্ঞেস করল। 'ডেথসিটিতে পৌঁছানোর আগেই জেড্রাকে ঠেকাতে হবে।'

ম্যাক্রনকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ, 'হোমিং ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এই স্ফটিকগুলোকে? রিয়া কোথায় আছে জানা যাবে এর সাহায্যে?'

'যাবে,' ম্যাক্রন বলল। 'এই স্ফটিকটা ওই স্ফটিকগুলোর যতই কাছাকাছি যেতে থাকবে, গরম হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু ও কোথায় আছে জেনে আমাদের লাভটা কি?' কারিনা বলল। 'ওকে ধরব কিভাবে?'

ম্যাক্রনের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবছে জোসেফ। বলল, 'তুমি বলেছিলে তোমার হাঁটা শিখতে একশো বছর লেগে গেছে?'

'আসলে একশো বিশ বছর,' বিব্রত ভঙ্গিতে জবাব দিল ড্রাগন-কিশোর। 'আমি খুব দুর্বল বাচ্চা ছিলাম।'

'উড়তে পারো?'

'আ-আ-আমি কি-কি-ছু বুঝতে পারছি না,' তুতলে জবাব দিল ম্যাক্রন।

'তোমার তো ডানা আছে,' জোসেফ বলল। 'এগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানো?'

'জানি।' ডানা ঝাপটে দেখাল ম্যাক্রন। 'মা বলে, খুব ধীরে বাড়লেও আমার ডানা খুব শক্তিশালী হয়েছে।'

'কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি,' জোসেফ বলল। 'তুমি উড়তে পারো?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ম্যাক্রন। 'জানি...বোধহয়।'

'হয় জানো, নয়তো জানো না, মাঝামাঝি কিছু নেই,' কারিনা বলল। 'তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'কিছু না।'

'ওড়ার কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছ তুমি।'

'ইয়ে,' মাথা নামিয়ে ম্যাক্রন বলল, 'আমি উড়তে জানি, কিন্তু উড়তে চাই না। কি বলছি, বুঝতে পারছ।'

'না, পারছি না,' জোসেফ বলল। 'বুঝিয়ে বলো।'

'উচ্চতাকে আমি ভয় পাই,' অস্পষ্টভাবে বলল ম্যাক্রন।

'কিন্তু তুমি ড্রাগন,' কারিনা বলল। 'তোমার তো উচ্চতাকে ভয় পাওয়ার কথা নয়?'

লজ্জিত ভঙ্গিতে ম্যাক্রন জবাব দিল, 'মা-ও সেকথাই বলে। কিন্তু আমি কোনমতেই ভয় দূর করতে পারি না। উড়তে গেলেই ভয় লাগে আমার। খালি মনে হয়, পড়ে যাব, পড়ে গিয়ে হাড্ডি ভাঙব।'

রূপার বেদি থেকে বাকি স্ফটিকটা তুলে নিল জোসেফ। 'ওসব ভয় বাদ দাও। আমরা তোমার ভয় ভেঙে দেব। আমাদেরকে রিয়ার কাছে উড়িয়ে নিয়ে যাবে তুমি। অনেক জীবন নির্ভর করছে তোমার যাওয়া না যাওয়ার ওপর।'

ডানার আড়ালে মুখ লুকাল ম্যাক্রন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'আসলে আমার যাওয়াই উচিত, কিন্তু কি করব...'

এগিয়ে গেল কারিনা। ওর কাঁধ চাপড়ে দিতে চাইল। নাগাল না পেয়ে ম্যাক্রনের পা চাপড়াল। বলল, 'ভয় পেয়ো না। তুমি একটা

বুদ্ধিমান ছেলে। শুধু সাহসের অভাব। একবার উড়েই দেখো, তোমার বয়েসী অনেক কিশোর ড্রাগনের চেয়ে অনেক ভাল উড়বে তুমি। আর যত তাড়াতাড়ি ওড়ার সাহস অর্জন করতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি নিজেদের মাতৃগ্রহে, বাবার কাছে ফিরে যেতে পারবে।'

কারিনার কথায় কাজ হলো। ঝটকা দিয়ে ডানার আড়াল থেকে মুখ বের করল ম্যাক্রন। 'চলো, যাই। পড়লে পড়ব। যা হয় হবে।'

'উঁহুঁ, *পড়লে পড়া* চলবে না, তোমাকে ঠিকমত উড়তে হবে,' হেসে বলল জোসেফ। 'এত ওপর থেকে মাটিতে পড়লে তোমার বড়জোর হাড্ডি ভাঙবে, আর আমরা মরেই যাব। আমাদেরকে এভাবে মেরে ফেলাটা উচিত হবে না তোমার।'

দশ

ভেলায় করে ওরা যখন ডেথসিটির দিকে এগিয়ে চলেছে, এ সময় জেড্রাকে ঠেকানোর বুদ্ধিটা মাথায় এল রোডার। নিমো আর গ্র্যাহামকে জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাগনরা সবচেয়ে বেশি ভালবাসে কি?'

'গুপ্তধন,' জবাব দিল গ্র্যাহাম।

'সোনা,' নিমো বলল।

'ঠিক,' রোডা বলল। 'এখন ভেলাটা যেদিক দিয়ে চলেছে, আরেকটু সামনেই পড়বে ডেথসিটির ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট। বিদ্যুতের তারগুলো বিদ্যুৎ-কেন্দ্র থেকে যেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার নিচে দেয়ালের কাছে বড় একটা পাথর আছে। যদি এমন হয়, ওই মস্ত পাথরটাতে আমরা সোনালি রং মাখিয়ে দিলাম? কি ঘটবে? আমার ধারণা, পর্বত থেকে এদিক দিয়েই আসবে জেড্রা। ডেথসিটি শহরে ঢুকবে। সোনালি রঙের পাথর দেখলে ভাববে ওটা মস্ত একটা সোনার তাল, ডাইভ দিয়ে নিচে নামবে ওটা তুলে নেয়ার জন্য—কারণ ড্রাগনরা সোনা দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। আর ও যখন পাথরটা তোলায় ব্যস্ত থাকবে, দেয়ালের ওপরের পাহাড়ে লুকিয়ে থাকব আমরা, গুলি করে বিদ্যুতের তার কেটে দেব, যাতে তারটা গিয়ে পড়ে ড্রাগনের পিঠে। উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ওকে মেরে ফেলবে। গ্র্যাহাম, তুমি একবার বলেছিলে, তোমার কাছে কিছু সোনালি রং আর একটা লেজার-গাইডেড স্নাইপার রাইফেল আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। ওগুলো আনতে সময় লাগবে আমার, কিন্তু আনব,' উত্তেজিত হয়ে গ্র্যাহাম বলল। 'তোমার বুদ্ধিটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল নিমো। 'এতে কাজ হবে। তবে ড্রাগনটাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে না আমার। ওর কোন দোষ নেই, আমরাই গিয়ে ওর বাসায় হানা দিয়েছি, ও দেয়নি।'

'না দিক। এখন তো আমাদের শহর ধ্বংস করে ফেলতে আসছে,' রোডা বলল। 'শহরটা বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব। মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিসকে আবেগের ঊর্দ্ধে রাখতে হয়। ড্রাগনটাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের।'

'যত যা-ই বলো, তোমার যুক্তি মেনে নিতে পারছি না আমি,' নিমো বলল। 'আমরা গিয়ে ড্রাগনটাকে রাগিয়ে দিয়েছি, ও এখন আমাদের মারতে আসছে। তোমার মনে আছে, ওটা ওর পরিবারের কথা বলেছিল?'

'মনে আছে,' রোডা বলল। 'যা বদমেজাজ ওর, মরে গেলে স্বামী ড্রাগনটা খুশিই হবে, অত্যাচারী স্ত্রীর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল নিমো। 'নাহ্, তোমার কথা আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারলাম না।'

নদীতে প্রচণ্ড স্রোত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। নদীর পাড়ে ভেলা ভিড়িয়ে তাড়াহুড়া করে নেমে গেল গ্র্যাহাম। হয়তো ওর আরেকটা গোপন জায়গা থেকে মাটি খুঁড়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে আসার জন্য। বেশি দেরি করল না, তাড়াতাড়িই ফিরে এল। ওর হাতে একটা রাইফেল, বিদঘুটে চেহারা, দেখে মনে হচ্ছে পেন্টাগনের গোপন ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কৃত অস্ত্র। বুলেটগুলো অনেক মোটা। সোনালি রঙের টিন আর দুটো ব্রাশও এনেছে সঙ্গে করে।

'এত তাড়াতাড়ি রং ছিটানোর স্প্রে-গান জোগাড় করতে পারলাম না,' গ্র্যাহাম বলল। এক মুহূর্ত দেরি না করে শার্টের হাতা গুটিয়ে ব্রাশ দিয়ে দেয়ালে রং লাগানো শুরু করে দিল। মৃদু গুঞ্জন করতে থাকা বৈদ্যুতিক তারগুলোর নিচে। নিমোও ওর সঙ্গে হাত লাগাল।

'ব্রাশ দিয়ে কাজটা নিখুঁত হবে না,' রোডা বলল।

'নাহলে আর কি করব?' মুখ গোমড়া করে গ্র্যাহাম বলল। 'এত তাড়াতাড়ি এটুকু যে করতে পারছি, এ-ই যথেষ্ট। তোমাকে খুশি করা খুব কঠিন।'

হেসে ফেলল রোডা। টিন থেকে আঙুল দিয়ে রং তুলে গ্র্যাহামের গালে লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে এমন বর্ষাকালের আকাশের মত করে রেখেছ কেন মুখটা? হাসো, হাসো। আমি এমনি রসিকতা করেছি।'

কাজ শেষ করতে আধ ঘণ্টা লাগল ওদের। সরে এসে দূর থেকে তাকাল। না, খারাপ হয়নি, সোনার তালের মতই মনে হচ্ছে। ড্রাগন তো ড্রাগন, মানুষেও ধোঁকা খাবে। তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ঢালে কতগুলো গাছের জটলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। সাবধানে স্নাইপার রাইফেলে গুলি ভরতে আরম্ভ করল গ্র্যাহাম।

'এমন ভয়ানক অস্ত্র কোথায় পেলে?' রোডা জিজ্ঞেস করল।

'ওটা আমার গোপন কথা, ফাঁস করতে চাই না,' গ্র্যাহাম জবাব দিল।

'রাইফেল-বন্দুক আমার পছন্দ না,' নিমো বলল। 'অন্তত আমাদের মত ছোটদের হাতে থাকাটা তো নয়ই।'

কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল গ্র্যাহাম। 'একটা আগুন-নিক্ষেপকারী ড্রাগনের দ্বারা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে শহরটা, আর এ সময় আগ্নেয়াস্ত্র-আইনের ওপর বক্তৃতা দিতে শুরু করেছ আমাকে?'

কাঁধ ঝাঁকাল নিমো। 'বন্দুক-ফন্দুক আমার পছন্দ না। এগুলো হাতে থাকটা বিপজ্জনক, মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে কোন সময়।'

'কিন্তু তোমার শোবার ঘরের ড্রয়ারে যে একটা লেজার পিস্তল রেখেছ?' ভুরু নাচাল রোডা।

'সেটা ব্যবহার করি না,' নিমোর জবাব। 'পৃথিবী আক্রমণকারী ভিনগ্রহবাসীদের সঙ্গে আমাদের ভয়ানক লড়াইয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এটা আমি রেখে দিয়েছি।'

আর বেশি কথা বলার সুযোগ পেল না ওরা। জেড্রা এসে হাজির হলো। সোনালি রং অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার, কৌতূহল দমন করতে না পেরে ডাইভ দিয়ে নেমে এল দেখার জন্য, নাক দিয়ে আগুনে নিঃশ্বাস ঝরিয়ে। একটা মুহূর্ত সুযোগ দিল না ওকে গ্র্যাহাম। সোনালি পাথরটার কাছে নামার সঙ্গে সঙ্গে লেজার-গাইডেড রাইফেল দিয়ে গুলি শুরু করল ড্রাগনটার ওপরের বৈদ্যুতিক তার লক্ষ্য করে।

একটা তার ছিঁড়ে গিয়ে ড্রাগনের পিঠে পড়ল।

যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ড্রাগনটা।

আবার গুলি করল গ্র্যাহাম। আবার।

ছেঁড়া মাথা থেকে ছরছর করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ঝরিয়ে আরও দুটো তার পড়ল ড্রাগনটার ওপর। যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল জেড্রা। অনেক বেশি উচ্চ ভোল্টেজ আটকাতে পারল না ওটার আঁশে ঢাকা চামড়া। রোডার দুর্দান্ত পরিকল্পনাটা কাজ করছে। কিন্তু তাতে খুশি হচ্ছে না ও। অবাক হয়ে নিমো দেখল, রোডার চোখে পানি। চিত হয়ে গিয়ে চার পা ওপরে তুলে ছুঁড়ছে ড্রাগনটা। ওটার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে গ্র্যাহামও সইতে পারল না, হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল।

'অন্য কোনও উপায়ে কাবু করতে পারলে ভাল হতো,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।'

ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না নিমো। 'হ্যাঁ,' কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার, 'আর কিছু করার নেই।'

কিন্তু ভুল বলেছে নিমো আর গ্র্যাহাম।

হঠাৎ করেই আকাশে দেখা দিল আরেকটা ড্রাগন। সাঁ করে ড্রাইভ দিয়ে নেমে এল জেড্রা আর ছরছর করতে থাকা তারগুলোর দিকে। শক্ত

খোসাওয়ালা নখ দিয়ে জেড্রার ওপর থেকে সরিয়ে দিল মারাত্মক তারগুলো। তারের গায়ে ইনসুলেটর থাকায় ওর গায়ে বৈদ্যুতিক শক লাগল না। ওর মায়ের গায়ে তারের মাথা লেগে থাকায় বিদ্যুতের শক খাচ্ছে।

আরেকটা লড়াইয়ের জন্য যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে নিমো ও গ্র্যাহাম, এ সময় চোখে পড়ল দ্বিতীয় ড্রাগনটার পিঠে বসা আরোহীদের, তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইল জোসেফ, কারিনা ও রিয়ার দিকে। বিস্ময়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল রোডা।

'এ তো অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করল ও। 'এমনকি ডেথসিটি শহরের জন্যও এটা একটা বিরাট বিস্ময়!'

প্রথম ড্রাগনটার পাশে নামল দ্বিতীয় ড্রাগনটা। পিঠ নিচু করে দিল, যাতে লাফিয়ে নেমে আসতে পারে তিন আরোহী। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নিমোরা। ওদের দিকে ছুটে এল জোসেফ ও তার দুই সঙ্গী। দ্বিতীয় ড্রাগনটা জেড্রার সেবা করতে এগোল। কিন্তু ততক্ষণে বৈদ্যুতিক শকের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে প্রথম ড্রাগনটা। চিত হয়ে ছিল, গড়িয়ে সোজা হলো আবার। ডানা দিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগল ছোট ড্রাগনটা। নিমোদের দিকে তাকিয়ে হাসছে কারিনা আর জোসেফ। এমনকি রিয়ার মুখেও হাসি, বিব্রত হেসে গ্র্যাহামের মুখোমুখি দাঁড়াল।

'তারমানে তোমরাও ব্যস্ত সময় কাটিয়েছ,' রোডা বলল জোসেফ ও কারিনার দিকে তাকিয়ে।

মাটিতে পড়ে থাকা লেজার-গাইডেড রাইফেলটা দেখিয়ে কারিনা বলল, 'তোমরাও তো বসে থাকনি কেউ এসে তোমাদের উদ্ধার করার অপেক্ষায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল রোডা। 'চুপ করে বসে থাকলে খাবার হজম হয় না আমার। এখন বলো তো, এখানে এলে কি করে?'

'ম্যাক্রন আমাদের নিয়ে এসেছে,' কারিনা জবাব দিল।

'ম্যাক্রন?' গ্র্যাহামের প্রশ্ন।

'ওই যে ওই কিশোর ড্রাগনটা,' হাত তুলে ছোট ড্রাগনটাকে দেখাল জোসেফ। 'খুব ভাল ছেলে। রিয়াকে ধরতে ও আমাদের সাহায্য করেছে, তারপর নিজের হাতখরচ থেকে জমানো রত্ন দিয়ে রিয়ার কাছ থেকে স্ফটিকগুলো ফেরত নিয়েছে।'

ভুরু কোঁচকাল রোডা। 'ওর হাতখরচ? রিয়াকে কি দিয়েছে ও?'

এতক্ষণে বুঝল ও, রিয়ার মুখে হাসি কেন।

হাত বাড়িয়ে দিল রিয়া। এক মুঠো সুন্দর দামি হীরা ওর হাতে। 'এগুলো দিয়েছে। একশো বছর পর পর ওর মা ওকে হাত খরচ হিসেবে প্রচুর পাথর দেয়।'

হেসে উঠল নিমো। 'বাহ্, দারুণ! উত্তরাধিকার সূত্রে তাহলে ভাল জিনিসই পেয়েছ।'

তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল রিয়া। 'না, উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, আর ম্যাক্রনও স্ফটিকের দাম হিসেবে এগুলো দেয়নি আমাকে। যখন শুনলাম, জিনিসগুলো ওর মার জন্য কতটা জরুরি, এমনিই ফেরত দিয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, অন্যায় করেছি। সব কথা আগে জানলে কখনই আমি ওই জিনিসগুলো চুরি করে আনতাম না।'

জেড্রা আর ওর ছেলের দিকে হাত তুলল রিয়া।

তারগুলো আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে দুই ড্রাগন মিলে। ভালই আছে মা আর ছেলে। ডানা দিয়ে পরস্পরকে আদর করছে। খেপামি চলে গেছে জেড্রার।

আবার নিমোদের দিকে ফিরল রিয়া। বলল, 'ম্যাক্রন আমাকে হীরাগুলো দিয়েছে মায়া করে, যখন শুনেছে আমার বাবা মারা গেছে, আর আমার খাওয়া-পরার জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেনি। ম্যাক্রন আমাকে না খেয়ে মরতে দিতে চায়নি। এখন তো রীতিমত বড়লোক বানিয়ে দিয়েছে।'

হীরাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রোডা। 'ম্যাক্রন সত্যিই খুব ভাল ছেলে।'

'ওর কাছে অনেক রত্ন আছে,' রিয়া বলল। 'চাইলেই দেবে।'

'না, আমি কিছু চাই না। ভিখিরির মত কারও কাছে হাত পাততে ভাল লাগে না আমার। বরং ওর মা যদি আমাদের মাপ করে দেয়, তাতেই আমরা খুশি।' বন্ধুদের দিকে তাকাল রোডা। 'কি বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' গ্র্যাহাম বলল। 'জেড্রাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা।'

'পুরো দোষটাই আমাদের ছিল। অন্যায়ভাবে ওদের বাসায় ঢুকেছি,' নিমো বলল। 'চলো, তার কাছে মাপ চাই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো,' একসঙ্গে বলে উঠল বাকি সবাই।